# পূর্ণাঙ্গ নামায ও যাকাতের বিধান

আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা
মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব
মাওলানা শামাউন আলী

# পূর্ণাঙ্গ নামায ও যাকাতের বিধান

গ্রন্থনা
আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা
মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব
মাওলানা শামাউন আলী

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.amarboi.org

# পূর্ণাঙ্গ নামায ও যাকাতের বিধান

**গ্রন্থনা**
আমিনুল ইসলাম

**সম্পাদনা**
মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব
মাওলানা শামাউন আলী

**প্রকাশক**
এস এম রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

**চট্টগ্রাম অফিস**
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০।
ফোনঃ ৬৩৭৫২৩, মোবাইলঃ ০১৭১১-৮১৬০০২

**ঢাকা অফিস**
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৯২০১, ৯৫৭১৩৬৪

**গ্রন্থস্বত্ব**
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

**প্রকাশকাল**
জুলাই ২০১০ ইং

**মুদ্রাকর**
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
পিএবিএক্সঃ ৯৫৭১৩৬৪, ৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

দাম ঃ ৮০.০০ টাকা

**PURNANGO NAMAZ O ZAKATER BIDHAN**

**Granthona : Aminul Islam, Edited by : Maulana Abdul Mannan Talib, Maulana Shamaun Ali,** Published by S.M. Raisuddin, Director Publication Bangladesh Co-operative Book Socity Ltd.
Price : Tk. 80.00; USS 5.00 ISBN. 984-70241-0007-8

www.amarboi.org

# ভূমিকা

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। এই দুনিয়ার জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে দেয়া হয়েছে এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান, আল- ইসলাম। পাঁচটি ভিত্তির উপর ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত যথা: ১. ঈমান, ২. নামায, ৩. রোযা, ৪. হজ্জ ও ৫. যাকাত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ হচ্ছে– "তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো।" দুর্ভাগ্য আমাদের সমাজের। অধিকাংশ মানুষ জানে না নামাযের গুরুত্ব এবং আদায়ের নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি। যাকাতের অবস্থাও তদ্রূপ। বাজারে নামায ও যাকাতের উপর কিছু বই-পুস্তক থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রয়োজন অনুভব করেছি পূর্ণাঙ্গ নামায ও যাকাতের বিধান নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করার। এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামায এবং যাকাতের ভিত্তি। মহানবী (সা.)-এর প্রদর্শিত পন্থায় নামায আদায়ের নিয়ম-কানুনসহ প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল, যাকাত ও উশরের খাত, নিসাব এবং আদায় করার পদ্ধতি।

মৌলিক কথাগুলো গুছালোভাবে পেয়ে পাঠক নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন। মূলতঃ জ্ঞানার্জন ও আমলী যিন্দেগীর পরিবর্তন সাধনই আমাদের লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সামান্য অর্জন হলেও মহান স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করবো। আল্লাহ আমাদের সকল ভাল কাজে বরকত দান করুন। আমীন॥

www.amarboi.org

# প্রকাশকের কথা

কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত হচ্ছে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ। আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী (সা.) প্রদর্শিত জীবন বিধান আল-ইসলাম এই পাঁচটি ভিত্তির উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে নামায কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ নামায আমাদের সকলের জন্য এবং যাকাত আদায় সামর্থবানদের জন্য ফরয ইবাদত।

আমাদের দেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ হওয়ায় অনেকেই নামায আদায় করার চেষ্টা করেন। তবে এ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসাইল কেউ কেউ জানেন আবার অনেকেই এখন পর্যন্ত জানার সুযোগ পাননি। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, যাকাত সংক্রান্ত জ্ঞানের স্বল্পতা আরো ভয়ানক।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ অর্ধ শতাব্দীর অধিক সময় ধরে এ দেশের মানুষের মাঝে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা দিয়ে আসছে। আমরা মনে করি, নামায এবং যাকাতের উপর প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাইল সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেয়া খুবই জরুরী। তাই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় 'পূর্ণাঙ্গ নামায ও যাকাতের বিধান' নামক গ্রন্থখানি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে তাঁরই দরবারে শুকরিয়া জানাছি।

(এস এম রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| ঈমান | ৭ |
| আল্লাহর প্রতি ঈমান | ৭ |
| ফেরেশতাদের উপর ঈমান | ৮ |
| আল্লাহর কিতাব সমূহের উপর ঈমান | ৮ |
| রাসূলগণের উপর ঈমান | ৯ |
| পরকালের উপর ঈমান | ৯ |
| তাকদীরের উপর ঈমান | ৯ |
| পুনরুত্থানের উপর ঈমান | ১০ |
| তাহারাত বা পবিত্রতা | ১১ |
| ইবাদতে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব | ১১ |
| নাজাসাত বা অপবিত্রতা | ১৩ |
| অযূ | ১৫ |
| তায়াম্মুম | ১৭ |
| গোসলের বিবরণ | ২০ |
| নামায | ২৪ |
| আযান | ২৪ |
| নামাযের গুরুত্ব | ২৭ |
| নামাযের আরকান-আহকাম | ৩০ |
| সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নামায | ৩১ |
| সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ নামায | ৩১ |
| নামাযের রাকআতসমূহ | ৩১ |
| নামায আদায়ের পদ্ধতি | ৩৪ |
| ফজরের ফরয দুই রাকআত নামায আদায়ের পদ্ধতি | ৩৬ |
| জামাআতে নামায পড়ার নিয়ম | ৩৬ |
| বিতর নামায আদায় করার পদ্ধতি | ৩৭ |
| জুমআর নামায | ৩৯ |
| রুগ্ন ব্যক্তির নামায | ৪০ |


www.amarboi.org

মুসাফিরের নামায ৪০
যানবাহনের উপর নামায ৪১
মাসবুকের নামায ৪১
কাযা নামায ৪১
ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের নিয়ম ৪২
ঈদুল আযহার নামায ৪২
তারাবীহ নামায ৪৩
জানাযার নামায ৪৪
কবর যিয়ারত ৪৫
তাহাজ্জুদ নামায ৪৬
ইশরাক নামায ৪৬
আওয়াবীনের নামায ৪৬
সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামায ৪৭
ইস্তিস্কার নামায ৪৭
ইস্তিখারার নামায ৪৯
ইমামতি কে করবেন? ৫১
মহিলাদের নামায ৫১
নামাযের কতিপয় জরুরী মাসআলা ৫২
নামাযে পঠিতব্য কতিপয় সূরা ৫৩
নামাযের কতিপয় দুআ-দরূদ ৫৮

যাকাত ৬৪
যাকাত না দেয়ার ভয়াবহ পরিণতি ৬৭
যাকাত ও কর-এর মধ্যে পার্থক্য ৬৮
যাকাতের নিসাব ৬৯
উশরের নিসাব ৭৫
যাকাত ব্যয়ের খাত ৭৭
যাকাত আদায়ের পদ্ধতি ৮০

www.amarboi.org

# ঈমান

হাদীস শরীফে এসেছে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে আরয করল, ঈমান কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'কোন লোক যদি সৎ কাজ করে আনন্দ পায় আর পাপ কাজ করে অনুতপ্ত হয় (তওবা করে) তবে সে ব্যক্তিই মু'মিন। (আহমাদ)

ঈমান সংক্রান্ত কোন বিষয়েই সন্দেহের সুযোগ নেই। পরিপূর্ণভাবে ঈমান রক্ষা করার জন্য 'اِقْرَارٌ بِاللِّسَان' অর্থাৎ মুখে স্বীকার করা, 'تَصْدِيْقٌ بِالْجَنَان' অর্থাৎ অন্তরে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করা এবং 'عَمَلٌ بِالْاَرْكَان' অর্থাৎ ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ আমলের মাধ্যমে কার্যকর করা জরুরী।

ঈমানের বিষয়সমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে ঈমানে মুফাস্সাল-এ। বলা হয়েছে ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ـ

উচ্চারণ ঃ আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খাইরিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহি তা'আলা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত।

অর্থ ঃ আমি মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম এবং তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, রাসূলগণের উপর, বিচার দিবসের উপর, তাকদীরের উপর তথা ভাল-মন্দ সবই আল্লাহ তা'আলার মর্জিমত হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের উপর।

## আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহ সম্পর্কে কালামে পাকে তিনি নিজেই ইরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ



www.amarboi.org

অর্থ ঃ বলুন! তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ সব কিছু হতে নিরপেক্ষ মুখাপেক্ষীহীন সবই তাঁর মুখাপেক্ষী; না তাঁর কোন সন্তান আছে আর না তিনি কারো সন্তান; এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নয়। (সূরা ইখলাস)

وَلَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ ـ هُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط وَلَهُ الْمَثَلُ الاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ (الروم : ٢٦-٢٧)

অর্থ ঃ আকাশমন্ডল ও যমীনে যা কিছ আছে, সব তাঁরই। সব কিছুই তাঁর অনুগত। তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন পরে তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তাঁর পক্ষে সহজতর। আকাশমন্ডল ও যমীনে তাঁর গুণাবলী সর্বোত্তম এবং তিনিই মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ। (সূরা রূম ঃ ২৬-২৭)

## ফেরেশতাদের উপর ঈমান

কালামে পাকে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً اُوْلِىْ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ط يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লারই জন্য, যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং ফেরেশতাদেরকে বহনকারীরূপে নিয়োগকারী, (এমন ফেরেশতা) যারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চারটি পাখাবিশিষ্ট। তিনি তার সৃষ্টি কাঠামো গঠনে যেমন চান বৃদ্ধি দান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (ফাতের ঃ ১)

আল্লাহর হুকুম পালন করা এবং তার পবিত্রতা ও গুণগান বর্ণনা করাই ফেরেশতাগণের একমাত্র কাজ। তারা পুরুষ কিংবা স্ত্রী নয়। আল্লাহর হুকুমের বাইরে কোন কিছু করার ক্ষমতা তাদের নেই।

## আল্লাহর কিতাব সমূহের উপর ঈমান

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের নিকট ফেরেশতাদের মাধ্যমে জিন ও ইনসানের হেদায়াতের জন্য কিতাব নাযিল করেন। আল্লাহ


www.amarboi.org

পাকের প্রেরিত কিতাবসমূহের মধ্যে যা কিছু আছে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ পাক যে যুগে যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সে কিতাব, সে যুগের বান্দাদের উপযোগী ছিল। সে যুগ ও রাসূল শেষ হবার পর নতুন যুগে নতুন কিতাব নাজিল করেছেন এবং পূর্ববর্তী কিতাবের হুকুম আহকাম ও বিধানসমূহ রহিত করে দিয়েছেন। প্রধান চারখানা আসমানী কিতাব হচ্ছেঃ (১) যাবুর, (২) তওরাত, (৩) ইঞ্জিল ও (৪) কুরআন।

## রাসূলগণের উপর ঈমান

রাসূল শব্দের অর্থ প্রেরিত। ইসলামের পরিভাষায় তাঁরাই রাসূল যাদের নিকট মহান আল্লাহ নতুন জীবন বিধান নাযিল করেছেন। আর নবী শব্দের অর্থ সংবাদদাতা। যারা আল্লাহর দীন প্রচারের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন কিন্তু তাদেরকে নতুন বিধান দেয়া হয়নি বরং তারা পূর্ববর্তী রাসূলের দীন প্রচার করেছেন তারাই নবী। আল্লাহর নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ ও দোষত্রুটি মুক্ত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী ও ন্যায় পরায়ন, তারা অন্যান্য মানুষের মতই নিজ নিজ সামাজে জীবন-যাপন করেছেন।

## পরকালের উপর ঈমান

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেনঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ -

"প্রত্যেক জীবকেই মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" অর্থাৎ যার জন্ম হয়েছে, মরণের স্বাদ তাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর পর হতেই পরকাল আরম্ভ হয়ে যায়। শেষ বিচারের পর আমলনামা প্রাপ্ত হওয়া, নেকী ও বদী বা ভাল-মন্দ ওজন করার জন্য মীযান বা পাল্লা কায়েম হওয়া, পুলসিরাত অতিক্রম করে বেহেশতে দাখিল হওয়া এবং ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়া ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অংগ।

## তাকদীরের উপর ঈমান

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: প্রত্যেক জিনিসই তাকদীর অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে এমনিক অক্ষমতা এবং বুদ্ধিমত্তাও। (মিশকাত, পৃ. ১৯)


www.amarboi.org

মূলত: তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হচ্ছে মানুষের ভাল-মন্দ, রিযিক, দৌলত, রোগ-ব্যাধি, সুখ-দু:খ, উন্নতি-অবনতি, বিপদ-আপদ হায়াত-মওত ইত্যাদি মহান প্রভু আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

## পুনরুত্থানের উপর ঈমান

আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে ইরশাদ করেনঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ ط وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ـ (الملك : ١٥)

অর্থ : আল্লাহই তোমাদের জন্য ভূতলকে অধীন বানিয়ে রেখেছেন, তোমরা চলাচল কর তার বক্ষের উপর এবং ভক্ষণ কর আল্লাহর রিযিক; তাঁরই নিকট তোমাদের পূনর্জীবিত হয়ে যেতে হবে। (সূরা মুলক ঃ ১৫)

অতএব মৃত্যুর পর হিসাব নিকাশের জন্য হাশর ময়দানে সমবেত করা হবে পুনরুত্থানের মাধ্যমে। এই পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম একটি অঙ্গ।


www.amarboi.org

# তাহারাত বা পবিত্রতা

পবিত্রতা অর্জিত না হলে নামায হবে না। তাই নামাযের আলোচনার পূর্বে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব এবং পদ্ধতি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ অবস্থায় গোসল করাকে ইসলাম ফরয করেছে। স্বামী-স্ত্রী সম্ভোগের পর উভয়ে গোসল না করা পর্যন্ত পবিত্র হবে না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ـ (المائدة : ٦)

অর্থ ঃ যদি তোমরা নাপাক থাক, তবে বিশেষভাবে পাক হবে। (সূরা মায়েদা ঃ ৬)

পরিধেয় বস্ত্রও পাক হওয়ার নির্দেশ রয়েছে ঃ

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ـ (المدثر : ٤)

অর্থ ঃ তোমরা পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। (সূরা মুদ্দাস্‌সির ঃ ৪)

## ইবাদতে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ ـ (ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী করীম (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী করীম) বলেছেন, পবিত্রতা ছাড়া কোন নামাযই কবুল করা হয় না। (তিরমিযী)

তিরমিযী শরীফের অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ ـ

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।

পুরো মাত্রায় পবিত্রতা অর্জনকারীর মর্যাদা পরিষ্কার করা হয়েছে নীচের হাদীসটিতে ঃ



www.amarboi.org

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ وَجَابِرٍ وَاَنَسٍ اِنَّ هٰذِهِ الاٰيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ «فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ» قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الاَنْصَارِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَثْنَى عَلَيْكُمْ فِى الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ قَالُوْا نَتَوَضَّأُ بِالصَّلٰوةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذٰلِكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ - (ابن ماجة، ابو داؤد، ترمذى)

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী, হযরত জাবির ও হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। যখন কুরআনের আয়াত "এই মসজিদে এমনসব লোক রয়েছে যারা পুরামাত্রায় পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে, আর আল্লাহ তা'আলা পুরামাত্রায় পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।" নাযিল হলো, তখন নবী করীম (সা.) আনসারদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'হে আনসারগণ! আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা অর্জনের ব্যাপারে তোমাদের প্রশংসা করেছেন। আমি জানতে চাই, তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি কি?' তখন জবাবে তারা বললেন, আমরা নামাযের জন্য অযূ করি, শরীর নাপাক হলে গোসল করি এবং পানি দ্বারা প্রস্রাব-পায়খানায় শৌচ করি। এটা শুনে নবী করীম (সা.) বললেন, হ্যাঁ এটাই হলো কুরআনে তোমাদের প্রশংসা নাযিল হওয়ার কারণ। অতএব, নিয়মিতভাবে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলাই তোমাদের কর্তব্য। (ইবনে মাজা, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

অপবিত্রতা কবর আযাবের কারণ সংক্রান্ত বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اَمَّا اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ (وَفِىْ رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ لاَ يَسْتَنْزِهُ) مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ


www.amarboi.org

ثُمَّ غَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَا صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا - (متفق عليه)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ নবী করীম (সা.) দুইটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন: এই কবরদ্বয়ে সমাহিত লোক দুটির উপর আযাব হচ্ছে আর তেমন কোন বড় গুনাহের জন্য এই আযাব হচ্ছে না; এদের একজনের উপর আযাব হচ্ছে শুধু এই কারণে যে, সে প্রস্রাবের মলিনতা ও অপবিত্রতা হতে বেঁচে থাকার অথবা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকার জন্য কোন চিন্তা বা চেষ্টাই করত না। আর দ্বিতীয়জনের উপর আযাব হাওয়ার কারণ এই যে, সে চোগলখুরী করত। পরে রাসূলে করীম (সা.) (খেজুর গাছের) একটি তরতাজা শাখা গ্রহণ করলেন এবং এর মাঝখান থেকে চিরে দুইভাগ করলেন। পরে এক একভাগ এক একটি কবরের উপর পুঁতে দিলেন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল! আপনি এই কাজ করলেন কি উদ্দেশ্যে? তিনি বললেন, আশা করা যায় এই শাখা খন্ড দুইটি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এই দুই ব্যক্তির উপর আযাব অনেকটা লাঘব করে দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

## নাজাসাত বা অপবিত্রতা

তাহারাতের পাশাপাশি নাজসাত বা অপবিত্রতার উপর ধারণা নেয়া আবশ্যক এবং একই সাথে নাজাসাতের ধরন এবং এর থেকে পবিত্র হবার উপায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা জরুরী।

শরীর হতে কোন জিনিস বের হওয়ার কারণে যদি শরীর নাপাক হয়ে যায় অথবা যে সকল দ্রব্য কোন বস্তুর সাথে লাগলে তা অপবিত্র হয়ে যায়, তাকেই নাজাসাত বা অপবিত্র জিনিস বলা হয়।

নাজাসাত দুই প্রকার। নাজাসাতে হাকীকী ও নাজাসাতে হুকমী।

নাজাসাতে হাকীকী ঃ যে নাপাকী দেখা ও স্পর্শ করা যায় তাকেই নাজাসাতে হাকীকী বলে। যথাঃ মল-মূত্র, বীর্য, রক্ত, মদ ইত্যাদি। পাক পানি দ্বারা ভালভাবে ধৌত করলেই তা পাক হয়ে যায়।

নাজাসাতে হুকমী ঃ যে নাপাকী স্পর্শ করা যায় না এবং দৃষ্টিগোচরও হয় না তাকে


www.amarboi.org

নাজাসাতে হুক্‌মী বলে যথাঃ পেটের ভিতর হতে বায়ু নির্গত হওয়া। অযূ ভঙ্গ হওয়া, গোসল ফরয হওয়া প্রভৃতি, অযূ ও গোসল ব্যতীত এই নাজাসাত হতে পবিত্র হওয়া যায় না।

নাজাসাতে হাকীকী দুই প্রকারঃ যথা নাজাসাতে গালীযা ও নাজাসাতে খফীফা।

যে নাপাকী খুব গাঢ় তা নাজাসাতে গালীযা এবং যে নাপাকী তুলনামূলক হালকা তা হচ্ছে নাজাসাতে খফীফা।

মানুষের পেশাব-পায়খানা, রক্ত, মুখভর্তি বমি, বীর্য, পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত যে কোন তরল বস্তু, মদ, হারাম বস্তুর মলমূত্র ও দুধ, শূকরের গোশত, পশম হাড়সহ সবকিছু পশুর এবং হাঁস,মুরগী, পানকৌড়ি ও তিতিরের পায়খানা, পশুর রক্ত, ক্ষতস্থান হতে নির্গত পুঁজ অথবা অন্য কোন তরল পদার্থ, নাপাক বস্তু থেকে নিঃসৃত নির্যাস, রক্ত, মৃত পশুর গোশত, চর্বি ইত্যাদি এবং পাকহীন চামড়া নাজাসাতে গালীযা।

তরল নাজাসাতে গালীযা দেহ বা কাপড়ে লাগলে তা এক দিরহাম তথা হাতের তালুর পরিমাণ মাফ। আর গাঢ় হলে ওজনে সাড়ে চার মাশা পরিমাণ মাফ। বর্ণিত পরিমাণের অতিরিক্ত হলে উভয় ক্ষেত্রেই তা ধোয়া ছাড়া পাক হবে না।

(হেদায়া, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৭)

নাজাসাতে খফীফা নাজাসাতে গালীযার তুলনায় হালকা। নাজাসাতে খফীফা যে স্থানে লাগে তার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ হলে তা মাফ। কাপড়ের যে স্থানে নাপাকী লাগে তার এক-চতুর্থাংশ যেমন কাপড়ের আঁচল জামার হাতা ইত্যাদি অথবা শরীরে যে নাপাকী লাগে তার এক-চতুর্থাংশ যেমন হাত, পা ইত্যাদি। নাজাসাতে হুক্‌মী দুই প্রকার যথা: হাদাসে আসগর বা ছোট নাপাকী এবং হাদাসে আকবর বা বড় নাপাকী।

হাদাসে আসগর থেকে পবিত্র হতে হলে শুধু মাত্র অযূ করতে হবে। পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হলে তায়াম্মুম দ্বারাও পাক হওয়া যাবে।

হাদাসে আকবর বলতে ঐ অবস্থাকে বুঝায়, যার থেকে পবিত্র হতে হলে গোসল করতে হবে। এক্ষেত্রেও পানির সমস্যা অথবা স্বাস্থ্যগত কারণে তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্র হওয়া যাবে।


www.amarboi.org

## অযূ

অযূ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ (المائدة : ٦)

তোমরা যখন নামায পড়বার জন্য দাঁড়াবে, তখন এর পূর্বে তোমাদের মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে। তোমাদের মাথা মসেহ করবে। আর তোমাদের পা গিরা পর্যন্ত ধুয়ে ফেলবে। (সূরা মায়েদা ঃ ৬)

অযূর কল্যাণ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় নীচের হাদীসটিতে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ اَوْ نَحْوِ هٰذَا وَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ ـ (ترمذى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন: মু'মিন বান্দা যখন অযূ করে এবং তাতে সে তার মুখমন্ডল ধৌত করে, তখন তার মুখমন্ডল হতে সকল প্রকার গুনাহ বের হয়ে যায়, যা সে তার দুই চোখ দিয়ে দেখার কারণে ঘটেছে। তা বের হয়ে যায় অযূর পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সঙ্গে কিংবা এই রকম কিছু বলেছেন। আর যখন তার হস্তদ্বয় ধৌত করে, তখন তার হস্তদ্বয় হতে এমন সকল প্রকার গুনাহ যা তার দুইখানা হাত কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছে পানির সঙ্গে অথবা পানির সর্বশেষ বিন্দুর সঙ্গে ঝরে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি সমস্ত গুনাহ হতে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। (তিরমিযী)



www.amarboi.org

**অযূ জান্নাতের চাবি**

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُهَا مِنْ اَيِّهَا شَاءَ ـ

হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের যে কেউ অযূ করবে সে যদি (পূর্ণ নিয়ম-নীতি অনুযায়ী খুব ভাল করে) পূর্ণ অযূ করে এবং অযূর পর সে যদি (শাহাদাতের কালেমা আরবীতে) পাঠ করে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউই ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা অবশ্যই খুলে যাবে, অত:পর সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা হবে তাতে প্রবেশ করতে পারবে। (মুসলিম)

**অযূর ফরযসমূহ**

অযূর ফরয চারটি ঃ

(১) সমস্ত মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা, (২) কনুইসহ উভয় হাত একবার ধৌত করা, (৩) মাথার এক-চতুর্থাংশ একবার মাসেহ করা, (৪) উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা।

**অযূর সুন্নাতসমূহ**

(১) বিসমিল্লাহ বলে নিয়ত করে অযূ আরম্ভ করা। (২) দুই হাত কব্জিসহ তিনবার ধৌত করা। (৩) কুলি করা। (৪) নাকে পানি দেয়া। (৫) মেসওয়াক করা। (৬) সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা। (৭) তিনবার করে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়া। (৮) কান মাসেহ করা। (৯) দুই হাতের আঙ্গুল খেলাল করা। (১০) দুই পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা ।

**অযূর মুস্তাহাবসমূহ**

(১) ডান দিক হতে অযূ আরম্ভ করা । (২) আংটি কিংবা গহনা থাকলে তা ঘুরিয়ে নেয়া। (৩) সমস্ত মাথা কর্ণদ্বয় ও ঘাড়সহ মাসেহ করা। (৪) প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত কিংবা মাসেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা। (৫) কেবলামুখী হয়ে


www.amarboi.org

বসা। (৬) কথা না বলা। (৭) দাড়ি ঘন হলে খেলাল করা। (৮) অতিরিক্ত পানি খরচ না করা। (৯) এক অঙ্গ না শুকাতে অন্য অঙ্গ ধৌত করা ।

**অযূর মাকরূহসমূহ**

(১) ওজর ছাড়া বাম হাতে কুলি করা, নাকে পানি দেয়া ও ডান হাতে নাক পরিষ্কার করা। (২) অযূর সময় নিষ্প্রয়োজনে কথাবার্তা বলা। (৩) অযূর অঙ্গগুলি তিনবারের বেশি বা কম ধোয়া। (৪) একবারের অধিক মাথা মাসেহ করা । (৫) পানির অপচয় করা । (৬) নাপাক স্থানে বসে উযূ করা ।

**অযূ ভঙ্গের কারণসমূহ**

(১) পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হলে। (২) শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত, পুঁজ, দূষিত পানি গড়িয়ে পড়লে। (৩) অজ্ঞান হলে। (৪) মাতাল হলে। (৫) মুখ ভরে বমি হলে। (৬) নামাযের মধ্যে উচ্চশব্দে হাসলে। (৭) পুরুষ-স্ত্রী গুপ্ত অঙ্গ একত্র করলে। (৮) নিদ্রা গেলে। (৯) উন্মাদ হলে।

## তায়াম্মুম

স্বাস্থ্যগত বা পানির অভাবজনিত করণে মানুষ যখন পানি ব্যবহারে অক্ষম হয়, তখন পবিত্র মাটি অথবা মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা অপবিত্রতা দূর করে পবিত্র হবার বিধানকে তায়াম্মুম বলে।

পবিত্র মাটি এবং মাটি জাতীয় বস্তু যথা: শুকনা মাটি চাপা, চুনা, পাথর, কাঁচা-পাকা ইট, লবণাক্ত মাটি, মাটির তৈরী বাসন ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয। তবে স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, কাঁসা প্রভৃতি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয নয়।

তায়াম্মুম সংক্রান্ত কুরআন মাজীদে আয়াত নাযিল হয়। আয়াতটি হলোঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ـ

"তোমরা যদি অসুস্থ রোগাক্রান্ত হও: কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা-প্রস্রাব করে আসে বা স্ত্রী-সহবাস করে থাক; কিন্তু অতঃপর পানি না পাও, তা হলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর। কাজেই তোমাদের মুখমন্ডল ও


www.amarboi.org

তোমাদের দুই হাত মাসেহ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দোষ স্খালনকারী ও গুনাহ মাফকারী।" (সূরা নিসা ঃ ৪৩)

নীচে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিম শরীফের দুইটি হাদীসে তায়াম্মুমের বিধান পরিষ্কার করে বলা হয়েছে ঃ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ قَالَ اَصَابَتْنِىْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءٌ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ ـ

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমরা এক সফরে রাসূলে করীম (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন। এই সময় দেখা গেল, এক ব্যক্তি আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নবী করীম (সা.) সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে নামায পড়া থেকে বিরত রাখল? সে ব্যক্তি বলল: আমার শরীর নাপাক হয়েছে আর পানি নাই বলে শরীর পাক করতে পারিনি। এ কথা শুনে নবী করীম (সা.) বললেন: পানি না থাকলেও কোন অসুবিধা ছিল না, তোমার কর্তব্য ছিল পবিত্র মাটি স্পর্শ করা অর্থাৎ তায়াম্মুম করা। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَمَّارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنِّىْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ اَمَا تَذْكُرُ اَنَّا كُنَّا فِىْ سَفَرٍ اَنَا وَاَنْتَ فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ هٰذَا فَضَرَبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الاَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ـ

হযরত আম্মার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: এক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট এসে বলল: আমি অপবিত্র হয়েছি গোসল করা প্রয়োজন, কিন্তু পানি পাচ্ছি না বলে গোসল করতে পারি না। এ রূপ অবস্থায় আমার কি


www.amarboi.org

করা প্রয়োজন? (আম্মার বলেন) লোকটির এই প্রশ্ন শুনে আমি হযরত উমর (রা.)-কে সম্বোধন করে বললাম: আপনার হয়তো স্মরণ আছে, অতীতে কোন এক সময় আমরা এক সফরে ছিলাম। তখন আমাদের গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু পানি না পাওয়ার কারণে আপনি নামায পড়লেন না। আর আমি পানি না পেয়ে ধুলা-বালু দ্বারাই সমস্ত শরীর মেখে নিলাম। পরে নবী করীম (সা.)-কে একথা বলায় তিনি ইরশাদ করলেন: তোমার শুধু এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল এই বলে তিনি তাঁর দুইখানি হাত মাটির উপর ফেললেন এবং তাতে ফুঁ দিয়ে মাটির কণা ঝেড়ে ফেললেন। অত:পর সেই হাত দ্বারা স্বীয় মুখমন্ডল ও বাহু দুইখানি মলে নিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

**তায়াম্মুমের ফরযসমূহ**

(১) তায়াম্মুমের নিয়ত করা।

(২) তায়াম্মুমের বস্তুর উপর দুই হাত মেরে তা দ্বারা সমস্ত মুখমন্ডল একবার মাসেহ করা।

(৩) অতঃপর দুই হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করা।

**তায়াম্মুমের সুন্নাতসমূহ**

(১) বিসমিল্লাহ বলে আঙ্গুলসমূহ বিস্তার করে তায়াম্মুম শুরু করা।

(২) মাটি বা মাটি জাতীয় দ্রব্যাদির উপর আঙ্গুলগুলো বিস্তার করে উভয় হাত নিক্ষেপ করা।

(৩) অতঃপর হাত ঝেড়ে নেয়া।

(৪) প্রথমে মুখমন্ডল এবং এরপর ডান হাত ও পরে বাম হাত তারতীব অনুযায়ী মাসেহ করা।

**যে সকল কারণে তায়াম্মুম করা জায়েয**

(১) এক বর্গমাইলের ভিতর কোথায় পানি পাওয়া যায়, তা জানা না থাকলে।

(২) মুসাফেরী অবস্থায় সঙ্গে যে পানি আছে, তা গোসলে খরচ করে ফেললে নিজের ও সাথের পশুর পিপাসায় মৃত্যু হওয়ার ভয় থাকলে।

(৩) পানি যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে যাওয়ার অথবা রাস্তায় কোন ভয়ের কারণ থাকলে।


www.amarboi.org

(৪) রোগাক্রান্ত অবস্থায় পানি ব্যবহারে অসুখ বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকলে।

**তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ**

(১) যে সমস্ত কারণে অযূ ভঙ্গ হয়, সে সমস্ত কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়।

(২) পানি পাওয়া গেলে এবং পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়।

## গোসলের বিবরণ

গোসল চার প্রকার যথা: ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব।

**ফরয গোসল**

(১) যে কোন কারণে উত্তেজনাবশত বীর্য নির্গত হলে।

(২) স্বপ্নদোষ হলে।

(৩) স্বামী-স্ত্রী সহবাস করলে। এই তিন অবস্থায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের উপর গোসল ফরয এবং

(৪) স্ত্রীলোকদের বেলায় হায়েয-নেফাসের সময় শেষ হলে গোসল ফরয হয়।

**ওয়াজিব গোসল**

(১) কোন কাফির নাপাক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলে।

(২) মুসলমান মৃত ব্যক্তির লাশ গোসল করা।

**সুন্নাত গোসল**

(১) শুক্রবার জুমআর নামাযের পূর্বে।

(২) দুই ঈদের দিন নামায পড়ার জন্য।

(৩) হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং

(৪) আরাফাত ময়দানে হজ্জের জন্য অবস্থান করার পূর্বে গোসল করা।

**মুস্তাহাব গোসল**

(১) মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর নিজে গোসল করা ।

(২) কোন কাফির ব্যক্তি মুসলমান হলে।

(৩) কাবা শরীফ তওয়াফ করার জন্য।

(৪) ১০ জিলহজ্জ মুযদালিফায় অবস্থানের জন্য।

(৫) মক্কা ও মদীনা শরীফে প্রবেশ করার জন্য।


www.amarboi.org

(৬) তওয়াফে যিয়ারত করার জন্য।

(৭) তওবা করার জন্য এবং

(৮) সফর হতে বাড়ী ফেরার পরে।

**গোসলের মধ্যে তিনটি ফরয যথা ঃ**

(১) গড়গড়া করে ভালরূপে কুলি করা কিন্তু রোযা অবস্থায় গড়গড়া করা নিষেধ।

(২) নাকের ভিতরে পানি পৌঁছিয়ে উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করা।

(৩) মাথা-হাত-পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছিয়ে ধৌত করা।

**গোসলের সুন্নাতসমূহ**

**(১) উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা ।**

**(২) শরীরের কোথাও নাপাকী থাকলে তা ধুয়ে ফেলা ।**

**(৩) লজ্জাস্থান ভাল ভাবে ধোয়া।**

**(৪) অযূ করা।**

**(৫) প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধোয়া এবং**

**(৬) গোসলের পরে গোসলের স্থান হতে একটু সরে গিয়ে দুই পা ধৌত করা।**

**গোসলের মুস্তাহাবসমূহ**

গোসলের মুস্তাহাব সাতটি যথা ঃ

**(১) মনে মনে নিয়ত করা ।**

**(২) উভয় হাত ধোয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা।**

**(৩) সারা শরীর উত্তম রূপে ঘষে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা।**

**(৪) মানুষের দৃষ্টির আড়ালে গোসল করা ।**

**(৫) গোসল করার সময় কথা না বলা।**

**(৬) গোসলে প্রয়োজনের বেশি পানি খরচ না করা এবং**

**(৭) গোসলের পর গামছা অথবা তোয়ালে দ্বারা সম্পূর্ণ শরীর মুছে ফেলা।**

গোসলের গুরুত্ব ও পদ্ধতি সুস্পষ্ট করার প্রয়োজনে কয়েকটি হাদীস তুলে ধরা হলোঃ



www.amarboi.org

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَعَدَ بَيْنَ الشُّعَبِ الاَرْبَعِ ثُمَّ اَلْزَقَ الْخِتَانُ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ـ (مسلم، ترمذى، مسند احمد)

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: স্বামী-স্ত্রী যখন চার শাখা মিলিয়ে বসে ও এক (পুরুষের) লিঙ্গ অপর (স্ত্রীর) লিঙ্গের সাথে মিলিত হয়, তখনই গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।

(মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلاً فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاَكْفَاءَ الاِنَاءَ عَلَى يَمِيْنِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الاِنَاءِ فَاَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ الْحَائِطَ اَوِ الاَرْضَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ـ (ترمذى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মায়মুনা) বলেছেন: আমি নবী করীম (সা.)-এর জন্য গোসলের পানি রেখে দিয়েছিলাম। তিনি তা দ্বারা স্ত্রী-সহবাসজনিত অপবিত্রতা হতে পাক হওয়ার জন্য গোসল করলেন। প্রথমে তিনি তাঁর বাম হাত দ্বারা পানির পাত্রটি তাঁর ডান হাতের উপর কাত করলেন এবং তাঁর হস্তদ্বয় ধুয়ে ফেললেন। অত:পর তিনি তাঁর হাতখানি পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন এবং স্বীয় লজ্জাস্থানের উপর পানি ঢেলে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর হাত প্রাচীর গাত্রের কিংবা মাটির উপর ঘষলেন এবং এরপর তিনি কুলি করলেন। নাকের ভিতর দিকে পানি দিয়ে ধুইলেন এবং তাঁর মুখমন্ডল ও দুই বাহু ধুইলেন। অত:পর তাঁর মাথার উপর তিনবার এবং তারপর তাঁর সমস্ত দেহের উপর পানি ছেড়ে দিলেন। পরে এক পাশে সরে গিয়ে তাঁর পা দুইখানা ধুইলেন। (তিরমিযী)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا


www.amarboi.org

اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِىْ اُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتّٰى اِذَا رَئٰى اَنْ قَدْ اسْتَبْرَاءَ اَحْفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ - (متفق عليه)

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসূলে করীম (সা.) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন শুরু করেই তিনি প্রথমে স্বীয় দুইখানি হাত ধৌত করতেন। পরে ডান হাতে বাম দিকে পানি ফেরে স্বীয় লজ্জাস্থান ধুইতেন। এরপর অযূ করতেন ঠিক সেই রকম অযূ, যেমন নামায পড়ার জন্য করা হয়। পরে পানি নিয়ে মাথার চুলের গোড়ায় পৌঁছাতেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি মনে করতেন যে, তিনি সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভালভাবে পানি পৌঁছিয়েছেন, তখন দুই হাত ভরে ভরে মাথার উপর পানি ফেলতেন। পরে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন। সব শেষে দুই পা ধুইতেন। (বুখারী, মুসলিম)

নামাযের আলোচনা শুরুর পূর্বে এবং পবিত্রতা, অযূ ও গোসলের আলোচনার শেষ পর্যায়ে একটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন বোধ করা হচ্ছে।

ঋতু সম্পর্কিত অজ্ঞতা এবং মাসআলা-মাসায়েল না জানার কারণে মহিলাদের নামাযের ব্যাপারে ভুল হয়ে যায়। অথচ কেউ কোন নামাযের এতটুকু সময় থাকতে যদি পবিত্র হয়, সে সময়ের মধ্যে এসে তাকবীর তাহরীমা বলতে পারে, তাহলেও তার উপর সে ওয়াক্তের নামায ফরয। ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ব্যক্তিগত গাফলতী কিংবা গড়িমসি করায় যদি নামাযের ওয়াক্ত চলে যায়, তাহলে নামায কাযা করার অপরাধে কবীরা গুনাহ হবে।

আবার সন্তান প্রসবের পর রক্ত বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও চল্লিশ দিনের মেয়াদ পূর্ণ করা জরুরী ভেবে অনেকে নামায পড়ে না। অথচ এ ব্যাপারে চল্লিশ দিন হলো শেষ সীমা। সন্তান প্রসবের দুই-চার দিনেও যদি কারো রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোসল করে তাকে নামায পড়তে হবে।


www.amarboi.org

# নামায

## আযান

আযান দেয়ার বিধান সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِاللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ - (الجمعة : ٩)

হে ঈমানদারগণ! যখন জুমআর দিন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা ধাবিত হও আল্লাহ তা'আলার যিকিরের (নামায ও খুৎবার) প্রতি এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পার । (সূরা জুমুআ ঃ ৯)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُوْنَ - (المائدة : ٥٨)

আর যখন তোমরা নামাযের জন্য আযান দাও, তখন তারা (কাফিররা) তার (আযানের) সাথে বিদ্রূপ ও হাসি-তামাশা করে, আর এটা এজন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা মোটেই জ্ঞান রাখে না। (সূরা মায়িদা ঃ ৫৮)

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاَةٌ مِّنَ النَّارِ - (ترمذى، ابو داؤد، ابن ماجة)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সওয়াব



www.amarboi.org

লাভের নিয়তে সাত বছর আযান দেবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি লেখা হয়ে যাবে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইব্ন মাজা)

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ও জুমআর পূর্বে ওয়াক্ত হলে আযান দেয়া সুন্নাতে মুআক্কাদা।

**আযানের কালামসমূহ**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

**উচ্চারণঃ** (১) আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, [আল্লাহ মহান ৪ বার] (২) আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই ২ বার] (৩) আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ২ বার] (৪) হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাস্‌সালাহ [নামাযের জন্য এসো ২ বার] (৫) হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, [কল্যাণের জন্য এসো ২ বার] (৬) আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, [আল্লাহ মহান ২ বার] (৭) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ [আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই]।

কেবলমাত্র ফজরের আযানে 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার পর নিম্নলিখিত বাক্যটি দু'বার পাঠ করতে হবে-

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ـ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ـ

**উচ্চারণ ঃ** আস্‌সালাতু খাউরুম মিনান নাউম, আস্‌সালাতু খাউরুম মিনান নাউম। [ঘুমের চেয়ে নামায উত্তম ২ বার]


www.amarboi.org

**আযানের জওয়াব**

যারা আযানের কালেমাগুলি শুনবে তাদের প্রতি জওয়াব দেয়া মুস্তাহাব। তবে কর্মগত জওয়াব অর্থাৎ আযানের সাথে সাথে নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদে যাওয়া ওয়াজিব। মুয়াযযিন আযানের যে সমস্ত কালেমা বলবে, শ্রোতারাও তাই বলবে। কিন্তু তিনটি স্থানে পরিবর্তন হবে। যথা ঃ (১) মুয়াযযিন যখন 'হাইয়্যা আলাস্‌সালাহ' বলবে, তখন শ্রোতাগণ নিম্নলিখিত কালেমা দুইবার পাঠ করবে। এবং (২) 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্‌ বলার সময়ও নিম্নলিখিত একই কালেমা দুই বার পাঠ করবে।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

**উচ্চারণ ঃ** লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। [সর্বোচ্চ মর্যাদাবান মহান আল্লাহর সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়]

ফজরের আযানে মুয়াযযিন যখন 'আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাওম, দুই বার বলবে, তখন শ্রোতাগণ নিম্নলিখিত কালেমা বলবে ঃ

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

**উচ্চারণ ঃ** ছাদাক্বতা ওয়া বারারতা। [তুমি সত্য বলেছো ও পুণ্য করেছো]

**যখন আযানের জওয়াব দেয়া ঠিক নয় ঃ**

১। নাপাক অবস্থায়। ২। পায়খানা-প্রস্রাব করার সময়। ৩। ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার সময়।

যদি শহরে এক সঙ্গে একাধিক মসজিদে আযান হয়, তবে প্রথমে পরিষ্কার ভাবে যে আযান শুনবে তার জওয়াব দিবে।

আযানের দোআ ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا نِ الَّذِىْ وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ


www.amarboi.org

**উচ্চারণ ঃ** আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্দা'ওয়াতিত তাম্মাতি, ওয়াস্সালাতিল কায়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াব'আসহু মাকামাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদতাহু, ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী'আদ।

**অর্থ ঃ** হে আল্লাহ এই পরিপূর্ণ আহবান এবং সমুপস্থিত নামাযের তুমিই প্রভু। হযরত মুহাম্মাদকে দান কর তোমার করুণা, সম্মান। আর পৌঁছাও তাঁকে তোমার ওয়াদাকৃত মাকামে মাহমূদে। তুমি তো প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না।

## নামাযের গুরুত্ব

'সালাত' আরবী শব্দ। দোআ, রহমত, তওবা ইত্যাদি হলো এর আভিধানিক অর্থ। সালাতকে নামাযও বলা হয়। নামাযের গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। প্রাপ্তবয়স্ক নারী এবং পুরুষের জন্য নামায ফরয করা হয়েছে। সুতরাং একজন ঈমানদারের অবশ্যই জানতে হবে কুরআন-হাদীসের আলোকে নামাযের গুরুত্ব, নিয়ম-পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ - (الذاريات : ٥٦)

আমি জিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদত তথা বন্দেগী ছাড়া অন্য কিছু করার জন্য সৃষ্টি করিনি। (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬)

ইবাদতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো নামায। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

اُتْلُ مَـا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَـابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ - (العنكبوت : ٤٥)

আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও গর্হিত কর্মকাণ্ড হতে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর। (সূরা আনকাবূত ঃ ৪৫)


www.amarboi.org

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

عَنْ عُبَادَةَ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالَى مَنْ اَحْسَنَ وَضُوْءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ـ

হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে সময়মত নামায আদায় করে এবং রুকূ-সিজদায় খিয়াল রেখে মনোনিবেশ সহকারে নামায আদায় করবে, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি তা করবে না তার অপরাধসমূহ ক্ষমা করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোন দায়িত্ব নেই। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা নাও করতে পারেন। (আবূ দাউদ)

আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ط وَنُفَصِّلُ الاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ـ (التوبة: ١١)

অবশ্য তারা যদি তওবা করে নামায কায়েম করে, আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই, আর আমি বিধানসমূহ জ্ঞানী লোকদের জন্য সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি। (সূরা তওবা ঃ ১১)

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ قَالُوْا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ـ (بخارى)


www.amarboi.org

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে যদি একটি বহমান নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে কি ? সাহাবাগণ বললেন, তার শরীরে কোন ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেলেন, এটিই হল পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দার সকল পাপ ক্ষমা করে দেন। (বুখারী)

নামায ফরয হওয়ার ব্যাপারটি আল-কুরআনের এই আয়াত থেকেও পরিষ্কার বুঝা যায়। বলা হয়েছে ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ -

তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ করে, তাদের সাথে রুকূ কর। (সূরা বাকারা ঃ ৪৩)

নামাযে দাঁড়ালে আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষ করেন। বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِىْ يَرٰاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ - وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ -

যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি নামাযে দণ্ডায়মান হও এবং নামাযীদের সাথে উঠাবসা কর। (সূরা শোআরা ঃ ২১৮-২১৯)

যথাসময়ে নামায আদায় করার ব্যাপারে নির্দেশ করা হয়েছে।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ طاِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا - (النساء : ١٠٣)

অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন করতে চাও, তখন দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর অর্থাৎ নামায পড়, অনন্তর যখন বিপদমুক্ত ও নিরাপদ হয়ে যাও, তখন যথাযথভাবে নামায আদায় কর। নিশ্চয়ই মু'মিনদের উপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নামায (আদায় করা) ফরয করা হয়েছে। (সূরা নিসা ঃ ১০৩)


www.amarboi.org

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كُنْتُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَنُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ فَلاَ يَخْرُجُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّىَ - (احمد)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যখন মসজিদে অবস্থান করবে আর সে অবস্থায় আযান হয়ে যাবে, তখন তোমরা নামায সম্পন্ন না করে সে স্থান হতে বের হবে না। (আহমাদ)

মূলত: নামায আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে মানুষের জন্য এক মহান দান এবং এক অসামান্য নিয়ামত।

নামাযের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ- (العنكبوت: ٤٥)

নিশ্চয়ই নামায মানুষকে অশ্লীলতা ও দুষ্কর্ম হতে বিরত রাখে। (আনকাবূত ঃ ৪৫)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নাম ঃ ১. ফজর ২. যুহর ৩. আসর ৪. মাগরিব ও ৫. এশা।

ফজরে দু' রাকআত, যুহরে চার রাকআত, আসরে চার রাকআত, মাগরিবে তিন রাকআত এবং এশায় চার রাকআত দৈনিক এই মোট ১৭ রাকআত নামায ফরজ।

## নামাযের আরকান-আহকাম (ফরয)

নামায শুরু করার আগে ৬টি এবং নামাযের মধ্যে ৭টি, সর্বমোট ১৩টি কাজ ফরয। এগুলোকেই আরকান-আহকাম বলে।

### নামাযের আহকাম ৬টি

১। শরীর পাক থাকা, ২। পরিধানের কাপড়-চোপড় পাক থাকা, ৩। নামাযের জায়গা পাক থাকা, ৪। কিবলামুখী হয়ে নামায পড়া, ৫। সতর ঢাকা, ৬। ওয়াক্ত মত নামায পড়া।


www.amarboi.org

**নামাযের আরকান ৭টি**

১। তাকবীর বলে তাহরীমা বাঁধা, ২। কিয়াম অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ান, ৩। কিরাআত পাঠ করা, ৪। রুকূ দেয়া, ৫। সিজদা দেয়া, ৬। বৈঠক করা ও ৭। সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা ।

## সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ নামায

১। ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত, ২। যুহরের প্রথমে চার রাকআত সুন্নাত ও শেষে দু'রাকআত সুন্নাত ৩। মাগরিবের দু'রাকআত সুন্নাত, ৪। এশার দু'রাকআত সুন্নাত ৫। ক্বাবলাল জুমআ চার রাকআত ও বা'দাল জুমআ চার রাকআত সুন্নাত, ৬। তারাবীহ কুড়ি (মতান্তরে আট) রাকআত সুন্নাত। এই মোট চল্লিশ রাকআত নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।

## সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ্ নামায

১। আসরে চার রাকআত, ২। এশায় চার রাকআত, ৩। জুমআয় দুখূলুল মাসজিদ দু'রাকআত, ৪। ইশরাক চার রাকআত, ৫। চাশত চার রাকআত, ৬। সালাতুত্তাসবীহ চার রাকআত, ৭। ইস্তেখারার দু'রাকআত, ৮। কুসুফের দু'রাকআত, ৯। খুসুফের দু'রাকআত। এই মোট চুয়াল্লিশ রাকআত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ।

এবার পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নিয়ম-পদ্ধতির উপর আলোচনা করা হবে।

## নামাযের রাকআতসমূহ

১. ফজরের নামায ঃ

ফজরের নামায মোট ৪ রাকআত। যথা- সুন্নাত ২ রাকআত, ফরয ২ রাকআত

২. যুহরের নামায ঃ

যুহরের নামায মোট ১২ রাকআত। যথা- ৪ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ৪ রাকআত ফরয। ২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ২ রাকআত নফল।

৩. আসরের নামায ঃ

আসর নামায মোট ৮ রাকআত। ৪ রাকআত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ। ৪ রাকআত ফরয।


www.amarboi.org

৪. মাগরিবের নামায ঃ

মাগরিবের নামায মোট ৭ রাকআত। যথা- ৩ রাকআত ফরয। ২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ২ রাকআত নফল।

৫. এশার নামায ঃ

এশার নামায মোট ১৩ রাকআত। ৪ রাকআত সুন্নাত। ৪ রাকআত ফরয। ২ রাকআত সুন্নাতে মআক্কাদাহ। ৩ রাকআত বিতর (ওয়াজিব)।

**নামাযের নিষিদ্ধ মাকরূহ সময়**

সূর্যোদয়ের সময়, সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকা অবস্থায়, সূর্যাস্তের সময় ওয়াক্তিয়া নামায পড়া, জানাযার নামায পড়া মাকরূহ। আসরের নামায পড়তে পড়তে যদি সূর্য ডুবে যায়, তবে নামায হবে, কিন্তু মাকরূহ হবে। আসরের নামায পড়ার পরে নফল নামায পড়া মাকরূহ।

**নামাযের ওয়াজিবসমূহ**

(১) সূরা ফাতিহা পড়া। (২) সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়া। (৩) ফজর, মাগরিব, এশা, জুমআ, তারাবীহ ও দুই ঈদের নামাযের প্রথম দু'রাকআতে কিরাআত শব্দ করে পড়া। (৪) নামাযের প্রত্যেক রোকন তরতীবের সাথে আদায় করা। (৫) রুকূ ও সিজদার মাঝে কমপক্ষে এক তাসবীহ সময় দেরী করা। (৬) দু'রাকআত নামায পড়ে প্রথম বৈঠক করা (ফরয, ওয়াজিব, নফল, সুন্নাত যে কোন নামাযে) তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়া। (৭) তিন কিংবা চার রাকআতের নামায পড়তে হলে প্রথম বৈঠকের পর দুই কিংবা এক রাকআত নামায পড়ে আত্তাহিয়্যাতু পড়া ও দরূদ পড়া। জানা থাকলে দুআ মাছূরা পড়া। (৮) দু'দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা। (৯) ইমামের মাগরিব, এশা, জুমআ, তারাবীহ, বিতের ও দুই ঈদের নামাযে কিরাআত শব্দ করে পড়া। (১০) যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআত চুপে চুপে পড়া। (১১) বিতের নামাযে দুআ'য়ে কুনূত পড়া।

নামাযের মধ্যে উপরে বর্ণিত ওয়াজিবসমূহ তরক করলে গুনাহগার হবে।

**নামাযের সুন্নাতসমূহ**

(১) আযান দেয়া। (২) জামাআতের সাথে নামায পড়া। (৩) কাতার সোজা


www.amarboi.org

রাখা। (৪) দু'হাত কর্ণমূল পর্যন্ত বা কাঁধ বরাবর উঠান। (৫) ইমামের শব্দ করে তাকবীর বলা এবং মোক্তাদীর মনে মনে বলা। (৬) তাহরীমা বাঁধা (৭) মনে মনে ছানা পড়া। (৮) মনে মনে তাআব্বুজ (আউযুবিল্লাহ) পড়া (৯) তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ) পড়া। (১০) আলহামদু সূরা পড়া শেষ হলে আমীন বলা। (১১) তাকবীর বলে রুকূ দেয়া (ইমাম হলে শব্দ করে এবং মোক্তাদীর মনে মনে বলা। (১২) রুকূতে কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম) পড়া (১৩) রুকূ হতে সোজা হয়ে দাঁড়ান। (১৪) সিজদা দেয়া। (১৫) সিজদাতে কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) পড়া। (১৬) দুই সিজদার মাঝে বসা। (১৭) ইমাম রুকূ হতে সোজা হওয়ার সময় তাসমীআ (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ) বললে সে সময় মোক্তাদীর সোজা হয়ে তাহমীদ (রাব্বানা লাকাল হামদ) বলা। একা একা নামায পড়লে তাসমীআ ও তাহমীদ উভয়টা বলতে হয়। (১৮) বৈঠকে বসা। (১৯) ফরয নামায দু'রাকআতের বেশি হলে পরবর্তী রাকআতে শুধু আলহামদু পড়া।

**নামাযের মুস্তাহাবসমূহ**

(১) নামাযে দাঁড়িয়ে সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা। (২) রুকূতে গিয়ে পায়ের পাতার দিকে দৃষ্টি রাখা। (৩) আত্তাহিয়্যাতু পাঠকালে কোলের উপর দৃষ্টি রাখা। (৪) নামায পড়ার সময় হাঁচি কিংবা হাই উঠলে সাধ্যমত বন্ধ করা। (৫) সিজদাতে দু'হাত জায়নামাযের বিছিয়ে দু'হাতের মাঝে যে ফাঁক থাকে সেই জায়গায় সিজদা করা। (৬) প্রথম রাকআতে বড় সূরা ও দ্বিতীয় রাকআতে ছোট সূরা পড়া।

**নামাযের মাকরূহসমূহ**

(১) নামাযের মধ্যে বসে কোন বিষয় নিয়ে একাধিকবার চিন্তা করা। (২) পা কিংবা হাতের আঙ্গুল মটকান। (৩) নামাযের মধ্যে হেলাদুলা করা। (৪) নামায পড়ার সময় কোন প্রকার জীবের ছবি কিংবা কোন প্রাণীর উপর নযর দেয়া। (৫) ভাল পোশাক থাকতে জীর্ণ ও অপরিষ্কার কাপড় পরে নামায পড়া। (৬) নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকিয়ে কিছু দেখা। (৭) বৈঠকে দু'হাত হাঁটুর উপর না রাখা। (৮) গোশালা বা আস্তাবলে নামায পড়া। (৯) সিজদার' সময় কপালে ধুলা-বালি লাগলে তা ঝেড়ে ফেলা। (১০) ইমামের আগে রুকূ এবং সিজদায় যাওয়া ও মাথা উঠান।


www.amarboi.org

**যে সব কারণে নামায নষ্ট হয়**

(১) নামাযের ভিতরে স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় কথা বললে। (২) সালামের জওয়াব দিলে। (৩) অট্টহাসি দিলে। (৪) নাপাক স্থানে নামায আদায় করলে। (৫) নামাযরত অবস্থায় কোন কিছু খেলে। (৬) নামাযরত অবস্থায় অন্য কোন কর্ম সম্পাদন করলে (একে বলা হয়ে থাকে- আমলে কাছীর)। উক্ত কারণসমূহে নামায ফাসিদ হয়ে যায় এবং নামায পুনরায় আদায় করতে হয়।

**যেসব কারণে নামায নষ্ট হয় না**

১। বেহেশত বা দোজখের কথা মনে করে কাঁদলে। ২। অনিচ্ছাকৃত কাশি দিলে।

## নামায আদায়ের পদ্ধতি

আমরা এখানে ফজর নামায আদায়ের পদ্ধতি আলোচনা করব। এখন প্রথমে ফজরের ২ রাকআত সুন্নাত নামায আদায়ের পদ্ধতির উল্লেখ করছি। সুবহে সাদিকের পর হতেই ফজর নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়ে যায়। সূর্যোদয়ের পূর্বেই ফজরের নামায পড়া সমাপ্ত করতে হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে শেষ সময়ে এসে এমন সময়ে নামায আরম্ভ করা হবে যেন অযূ নষ্ট হলে পুনরায় উযূ করে নামায পড়ার সময় থাকে। ফজরের নামাযে চল্লিশ আয়াত পর্যন্ত কিরাআত পড়তে পারে।

প্রথমে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রেখে নিঃশব্দে জায়নামাযের দুআ ও মনে মনে নিয়ত করবে। অতঃপর উভয় হাতের পেট কিবলার দিক করে পুরুষেরা কান বা কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে। হাত উঠানোর পর নিঃশব্দে আল্লাহু আকবার বলে বুকের উপর মতান্তরে নাভির নীচে ডান হাতের কবযি বাম হাতের কবযির উপর স্থাপন করে শক্ত করে ধরবে।

প্রথমে ছানা, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ এবং পরে নিঃশব্দে সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে চুপে চুপে আমীন বলবে। তারপর কুরআনের যে কোন সূরা বা ছোট হলে তিন আর বড় হলে এক আয়াত পাঠ করবে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে শুরু করে রুকূতে যাবে। রুকূতে দুই হাত দ্বারা হাটুদ্বয়কে শক্ত করে ধরবে এবং পিঠ কুঁজো ও মাথা নীচু করবে না।


www.amarboi.org

রুকূতে তিন, পাঁচ অথবা সাতবার (বেজোড়) রুকূর তাসবীহ পাঠ করবে। অতঃপর সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে যাতে পিঠ ও মাথা সোজা হয় (এ সময় হাতকে উপরে উঠাতে পারা যায়। একে রফউল ইয়াদায়ন বলে, এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত)। এরপর হাত নীচের দিকে ছেড়ে সোজা রাখবে এবং রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ্‌ বলবে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যাবে। সিজদায় গিয়ে দুই হাতের আঙ্গুলগুলো ঝুলিয়ে দুই কানের লতি বরাবর রেখে মাটিতে প্রথমে নাক পরে কপাল রাখবে। মাথা, পিঠ ও নিতম্ব সম্পূর্ণ সোজা রাখবে, পিঠকে কুঁজো করবে না। অতঃপর সিজদায় গিয়ে তিন, পাঁচ অথবা সাতবার সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পাঠ শেষে আল্লাহু আকবার বলে স্থির হয়ে বসবে যাতে মাথা ও পিঠ সোজা থাকে। সিজদা হতে মাথা উঠানোর সময় মাটি থেকে প্রথমে কপাল পরে নাক উঠাবে। প্রথম সিজদার পরে দ্বিতীয় সিজদার পূর্বে মাঝে সোজা হয়ে বসবে। দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব। (এ সময় একটি দোআ রয়েছে তা পাঠ করা উত্তম। দোআটি হলোঃ আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ার হামনী ওয়াহ্‌দিনী, ওয়াআফেনী ওয়ারযুক্‌নী) অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে এবং পূর্বের ন্যায় সিজদার তাসবীহ পাঠ শেষে সোজা হয়ে দাঁড়ালেই এক রাকআত পূর্ণ হবে।

সিজদা হতে উঠার সময় মাটি হতে প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত উঠাবে। হাত হাঁটুর উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে (দু'হাত মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবার কথাও বর্ণিত হয়েছে)। দাঁড়িয়ে প্রথম রাকআতের অনুরূপ কুরআন পাঠ, রুকূ, সিজদা ও তাসবীহ তাহলীল এবং দুই সিজদার পর আল্লাহু আকবার বলে সিজদা হতে উঠে বসবে। বসার নিয়ম হচ্ছে ডান পায়ের পাতাকে খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসবে। বসাবস্থায় দুই হাতের পাতা দুই উরুর উপর জানু বরাবর স্থাপন করবে। বসা অবস্থায় যথাক্রমে নিঃশব্দে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ ও দুআ মাছূরা পাঠ করে প্রথমে ডানে, পরে বামে নীরবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাবে। এভাবে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায আদায় হলো। প্রকাশ থাকে যে, সুন্নাত নামাযে কুরআনসহ প্রয়োজনীয় সকল তাসবীহই মনে মনে নিঃশব্দে পড়তে হয়।


www.amarboi.org

## ফজরের ফরয দুই রাকআত নামায আদায়ের পদ্ধতি

ফজরের দুই রাকআত ফরয নামায একাকী আদায় করলে দুই রাকআত সুন্নাত নামায যে নিয়মে আদায় করা হয়েছিল সে নিয়মেই আদায় করতে হবে। কিরাআত উচ্চস্বরে অথবা অনুচ্চশব্দেও পাঠ করা যাবে। একাকী নামায পড়লেও ইকামত দেয়া উত্তম। আর জামাআতের সাথে আদায় করার সময় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে।

ফজরের দুই রাকআত ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করার ক্ষেত্রে মুক্তাদীদেরকে নামাযের নিয়তসহ ইমামের ইক্তিদা করার নিয়ত করতে হবে। নিয়ত করার পর ইমামের তাকবীর তাহরীমা বলার পর মুক্তাদিরাও দু'কান পর্যন্ত দু'হাত উঠিয়ে তাকবীর তাহরীমা বলে সুন্নাত নামাযে বর্ণিত নিয়মে নামায আদায় করবে।

মুক্তাদীরা ইমামের পিছনে (সূরা ফাতিহা মনে মনে পাঠ করতে পারে মর্মে একটি বর্ণনা রয়েছে নতুবা) মনোযোগ সহকারে ইমামের কিরাআত শ্রবণ করবে। তবে ইমামের তাকবীর বলার পর আল্লাহু আকবার যথাস্থানে বলবে। ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে তখন মুক্তাদীরা সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময় 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলবে। মুক্তাদীরা রুকূ সিজদায় নিঃশব্দে তাসবীহ পাঠ করবে। আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ ও দুআ মাছূরাও নিঃশব্দে পাঠ করবে। অন্যান্য সব কাজে মুক্তাদীরা ইমামের যথাযথ অনুসরণ করবে।

এভাবেই অন্যান্য নামায আদায় করতে হবে। যা একজন মুসল্লী যে কোন আলেমের নিকট থেকে বা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট থেকে জেনে নিতে পারেন।

## জামাআতে নামায পড়ার নিয়ম

মুআযযিন নির্দিষ্ট থাকলে তিনিই ইকামত বলবেন। অন্যথায় যে কেউ ইকামত বলবে। ইমাম ছানা, তাআব্বুয ও তাসমিয়া পাঠ করে কিরাআত শুরু করবেন। মুক্তাদীগণ চুপ করে ইমামের কিরাআত শুনবে। অথবা দাঁড়িয়ে থাকবে (সম্ভব হলে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা চুপে চুপে পড়তে পারবেন)।

ইমামের সূরা ফাতিহা পড়া হলে এবং মুক্তাদীগণ তা শুনতে পেলে চুপে চুপে


www.amarboi.org

অথবা একটু শব্দ করে আমীন বলবে।

ইমামের কিরাআত পাঠ শুরু করার পর কেউ নামাযে শামিল হলে চুপ করে কিরাআত শুনবে, ছানা পড়বে না। ইমাম 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে রুকূ হতে সোজা হয়ে দাঁড়াবেন আর মুক্তাদীগণ রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

মুক্তাদীগণ সব কাজে ইমামের অনুসরণ করবে। মুক্তাদীগণ তাকবীর, তাসবীহ ইত্যাদি চুপে চুপে পাঠ করবে। এছাড়াও তাশাহহুদ, দরূদ, দুআ মাছূরা চুপে চুপে পাঠ করবে।

মাগরিব এবং এশার প্রথম দু'রাকআতে ও ফজরের উভয় রাকআতে ইমাম উচ্চ শব্দে কিরাআত পড়বেন। যুহর ও আসরের প্রত্যেক রাকআতেই কিরাআত চুপে চুপে পড়বেন।

মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করে চলবে, তাঁর পূর্বে রুকূ বা সিজদা করবে না।

## বিতর নামায আদায় করার পদ্ধতি

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে বিতর নামায আদায় না করে নিদ্রায় গেছে অথবা তা ভুলে গেছে, সে যেন তা স্মরণ হওয়া মাত্র আদায় করে নেয় কিংবা যখন সে জাগ্রত হয়। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা)

মাগরিব নামাযের তিন রাকআত ফরয যে নিয়মে আদায় করতে হয় বিতর নামায সেই নিয়মেই আদায় করতে হয়।

বিতর নামাযের তিন রাকআতের প্রত্যেক রাকআতেই সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পাঠ করা ওয়াজিব।

তিন রাকাআত নামায পড়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় রাকআতে বসে তাশাহহুদ পড়তে হবে। (কোন রিওয়ায়াতে না বসেও তিন রাকআত আদায় করার কথা উল্লেখ রয়েছে। আহলে হাদীস-এর লোকজন সেভাবেই বিতের আদায় করে থাকেন।)

বিতের নামাযে শেষ রাকাআতে দুআ'য়ে কুনূত পাঠ করতে হয়।

### দুআয়ে কুনূত

হাদীসে দুয়ায়ে কুনূত ২টি পাওয়া যায়। যার পক্ষে যেটি পাঠ করা সম্ভব তিনি


www.amarboi.org

সেটি পাঠ করবেন। আবার একেক দিন একেকটিও পড়তে পারেন।

দুয়ায়ে কুনূত (১) ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ .

**উচ্চারণ ঃ** আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগ্‌ফিরুকা ওয়ানু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুছ্‌নী আলাইকাল খায়রা। ওয়া নাশ্‌কুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখ্‌লাউ ওয়া নাত্‌রুকু মাইয়াফজুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাস'আ ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখ্‌শা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিলকুফফারি মুলহিক্ব।

**অর্থ ঃ** হে আল্লাহ! প্রকৃতই আমরা তোমার নিকট সাহায্য কামনা করছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তোমার উপর ঈমান এনেছি ও তোমারই উপর ভরসা করছি এবং তোমার উত্তম প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং কুফরীকে বর্জন করছি। আমরা তোমার অবাধ্য বান্দাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাদের হতে দূরে রয়েছি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই উপাসনা করছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য নামায পড়ছি, সিজদা করছি আর তোমার ইবাদতের জন্য সচেষ্ট রয়েছি। আমরা তোমারই পথে দ্রুততার সাথে চলছি এবং তোমারই করুণার প্রতীক্ষা করছি। আমরা তোমার আযাবকে ভয় করছি। কেননা, অবশ্যই তোমার আযাব কাফিরদের উপর পতিত হবে।

দুয়ায়ে কুনূত (২) ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَايُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَايَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ ـ


www.amarboi.org

**উচ্চারণ ঃ** আল্লাহুম্মাহ্‌দিনী ফীমান হাদায়তা, ওয়া আফেনী ফীমান আফায়তা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়তা ওয়া বারেক লী ফীমা আতায়তা ওয়া কেনী শাররা মা কাযায়তা ফাইন্নাকা তাকযী ওয়া লা ইউকযা আলাইকা, ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মান ওয়ালায়তা ওয়া লা ইয়াইয্‌যু মান আদায়তা, তাবারাক্‌তা রাব্বানা ওয়া তাআলায়তা ওয়া সাল্লাল্লাহু আলান্নাবিয়্যি।

**অর্থ ঃ** 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হিদায়াত দান করুন হিদায়াত দানকারীদের মাঝে (যাদেরকে আপনি হিদায়াত দান করেছেন তাদের অন্তর্গত করুন) এবং আমাকে নিরাপদে রাখুন ঐ দলের মাঝে যাদের আপনি নিরাপদে রেখেছেন (দুনিয়া এবং আখিরাতের বিপদ হতে) এবং আপনি আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন তাদের মাঝে, যাদের আপনি তত্ত্বাবধান গ্রহণ করেছেন এবং আপনি যা আমাকে দান করেছেন তাতে কল্যাণ ও বরকত দান করুন এবং আপনি আমাকে রক্ষা করুন অকল্যাণ হতে যা আপনি আমার জন্য ফায়সালা করেছেন। নিশ্চয় আপনি ফায়সালা করেন এবং আপনার উপর কোন ফায়সালা করা হয় না। আপনি যার বন্ধু তাকে কেউ লাঞ্ছিত করতে পারে না। আর আপনি যার বিপক্ষে (শত্রুতা করেন) তাকে কেউ ইযযত দিতে পারে না। আপনি বরকতময়, সুমহান হে আমার প্রভু! এবং নবী (সা.)-এর উপর আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।'

## জুমআর নামায

মুকিম, বালিগ, পুরুষ ব্যক্তির উপর জুমআর নামায পড়া ফরযে আইন। তা তরক করলে গুরুতর গুনাহ্ হয়। জুমআর নামাযের জন্য জামাআত শর্ত। জামাআত ব্যতীত একাকী জুমআর নামায পড়া যায় না।

জুমআর নামায যুহরের নামাযের স্থলে পড়তে হয়। ফলে জুমআর নামায পড়লে আর যুহর পড়তে হয় না।

জুমআর ফরয নামায দুই রাকাআত যা ইমামের নেতৃত্বে পড়তে হয়। ইমাম সাহেব প্রথমে খুতবা দিবেন। অতঃপর জুমআর ফরয নামায পড়াবেন।

ফরয নামাযের পূর্বে দুখূলুল মসজিদ দুই রাকআত এবং সুন্নাত ৪ রাকআত আর ফরযের পরে ৪ রাকআত এবং অতিরিক্ত আরো ২ রাকআত সুন্নাত নামায রয়েছে।


www.amarboi.org

## রুগ্ন ব্যক্তির নামায

রুগ্ন অবস্থায় হুঁশ থাকা পর্যন্ত নামায পড়তে হবে। দাঁড়াতে সক্ষম না হলে বসে এবং বসতে সমর্থ না হলে বিছানায় শুয়ে নামায পড়তে হবে।

শুয়ে নামায পড়তে হলে অযূ বা তায়াম্মুম করে দু'পা পশ্চিম দিকে লম্বাভাবে বিছিয়ে দিবে এবং মুখ কিবলার দিকে রাখবে। শায়িত অবস্থায় রুকূ- সিজদা করা সম্ভব নয় বলে চোখের ইশরায় রুকূ-সিজদা করবে। অর্থাৎ কিরাআত ও রুকূ-সিজদার তাসবীহ ঠিক সময় করবে এবং যথা সময়ে ইশারায় রুকূ-সিজদা করবে। রুগ্ন ব্যক্তি সম্ভব না হলে কেবলমাত্র ফরয ও ওয়াজিব নামায আদায় করবে যতক্ষণ হুশ থাকে ততক্ষণ ফরয নামায তরক করবে না।

## মুসাফিরের নামায

বাড়ী হতে মধ্যম গতিতে পায়ে চলা পথে তিন দিন তিন রাতের দূরবর্তী স্থানে গমন করার উদ্দেশ্যে বের হলে (মোটামুটি ৪৮ মাইল দূরের পথ) সে শরীয়ত মতে মুসাফির অর্থাৎ প্রবাসী বা বিদেশ ভ্রমণকারী বলে গণ্য হবে। রেল, স্টীমার, বিমান বা অন্য কোন দ্রুতগামী যানবাহনে উক্ত পরিমাণ পথ এক ঘন্টায় অতিক্রম করলেও পায়ে চলা পথেরই হিসেব করবে এবং মুসাফির গণ্য হবে। গন্তব্যস্থানে পৌছার পর যদি সেখানে ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়ত না করে, তবে মুসাফিরই থাকবে।

মুসাফির ব্যক্তি বাড়ী এসে মুকীম না হওয়া পর্যন্ত অথবা গন্তব্যস্থানে ১৫দিন থাকার নিয়ত না করা পর্যন্ত কিংবা পুন: নিজ বাড়ীতে ফিরে না আসা পর্যন্ত কসর নামায পড়বে।

কসর অর্থ সংক্ষিপ্ত। এ অবস্থায় চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামায দু'রাকআত পড়তে হবে। প্রবাসে কষ্টের জন্য আল্লাহ নামাযীদেরকে এ সুযোগ দিয়েছেন। মুসাফির ব্যক্তি কোন স্থানীয় অর্থাৎ মুকীম ইমামের পিছনে নামায পড়লে তখন সে ইমামের অনুসরণ করবে অর্থাৎ পূর্ণ নামায পড়তে হবে। মুসাফির একা একা নামায পড়লে বা ইমামতি করলে কসর পড়বে। মুসাফির ইমামের পিছনে মুকীম ব্যক্তি নামায পুরা করবে, অর্থাৎ বাকী দু'রাকআত উঠে পড়বে। এখানে উল্লেখ্য যে, মাগরিব ও ফজর নামাযে কোন কসর নেই। ফজর ২ রাকআত এবং মাগরিব ৩ রাকআত পড়তে হবে।


www.amarboi.org

## যানবাহনের উপর নামায

চলন্ত কোন স্টীমার বা নৌকায় যথারীতি নামায পড়বে। সুযোগ থাকলে ফরয নামায অবশ্যই দাঁড়িয়ে পড়বে। দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব না হলে বসে পড়া জায়েয হবে। কিবলার দিকে মুখ করে নামাযে দাঁড়াবে। যানবাহন ঘুরে গেলে যথাসম্ভব নামাযী ব্যক্তি কিবলার দিকে ঘুরে যাবে।

## মাসবুকের নামায

জামাআত শুরু হয়ে দু'এক রাকআত হয়ে যাওয়ার পরও নামাযে শরীক হওয়া যায়। এরূপ যে ব্যক্তি পরে এসে শরীক হয়, তাকে মাসবুক বলে।

মাসবুক ব্যক্তি নামাযে শরীক হয়ে চুপ করে ইমামের সাথে বাকী নামায আদায় করতে থাকবে। অতঃপর ইমাম সালাম ফিরালে মাসবুক তার সাথে সালাম ফিরাবে না। ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় সালামের পর পরই দাঁড়িয়ে যাবে এবং ইমামের সাথে যা পড়েছে তা বাদ দিয়ে নিজের যা বাদ পড়েছে তা আদায় করবে।

মাসবুকের যদি মাত্র এক রাকআত ছুটে গিয়ে থাকে, তবে ইমামের সাথে শেষ বৈঠকে বসে শুধু তাশাহহুদ পড়ে চুপ করে থাকবে। ইমাম দ্বিতীয় সালাম ফিরালে চুপে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবে। মাসবুক তার নামায দুই ভাবে আদায় করতে পারবেন। (১) ছানা, তাআব্বুয ও তাসমিয়া পড়ে সূরা ফাতিহা ও এর সাথে কোন সূরা কিরাআত মিলিয়ে এক রাকআত আদায় করবে। অথবা (২) শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়ে রুকূ-সিজদা করবে। তারপর বসে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দুআ মাছূরা পড়ে নামায শেষ করবে।

## কাযা নামায

কোন কারণে নামায ছুটে গেলে অন্য সময় তা আদায় করাকে কাযা নামায বলে। এক ওয়াক্ত হতে পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত কাযা হলে তা উপস্থিত নামাযের পূর্বে আদায় করবে।

যদি কাযা নামায আদায় করতে গিয়ে উপস্থিত নামায কাযা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে উপস্থিত ওয়াক্তের নামায আদায় করবে। পরে কাযা আদায় করে সেই ওয়াক্তের সুন্নাতাদি থাকলে পড়বে। কাযা কেবল ফরয ও ওয়াজিব নামাযেরই করতে হয়। সুন্নাতের কাযা পড়তে হবে না। ঈদের নামায না পড়লে তার কাযা নেই।


www.amarboi.org

## ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের নিয়ম

প্রথমে ঈদুল ফিতরের নামাযের নিয়ত করে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাঁধবেন। তারপর সানা পড়বেন ও তাসমিয়া পাঠ করে ইমাম উচ্চস্বরে তিনবার (মতান্তরে সাতবার) তাকবীর বলবেন এবং প্রত্যেক বারে তাকবীর বলার সাথে সাথে কানের লতি পর্যন্ত হাত তুলবেন। প্রত্যেক বারই হাত ঝুলিয়ে দিবেন। মুক্তাদীগণও সাথে সাথে হাত উঠাবে এবং চুপে চুপে তাকবীর বলবে। অতঃপর ইমাম উচ্চশব্দে সূরা ফাতিহা ও তৎসহ কোন সূরা বা কিরাআত পাঠ করবেন। মুক্তাদীগণ তা কেবল শ্রবণ করবে (মনে মনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার কথাও বর্ণিত রয়েছে)। অতঃপর রুকূ সিজদা করে দাঁড়িয়ে যাবেন। এরপর (পাঁচবার তাকবীর বলবেন মতান্তরে) দ্বিতীয় রাকআতের জন্য ফাতিহা ও কিরাআত পাঠ শেষ করে তিনবার তাকবীর বলবেন এবং প্রথম বারের ন্যায় প্রত্যেক বার হাত ঝুলিয়ে দিবেন। ৪র্থ বার তাকবীর বলে রুকূতে যাবেন এবং যথারীতি রুকূ সিজদা করে নামায শেষ করবেন।

অতঃপর ইমাম দাঁড়িয়ে দুটি খুত্‌বা পাঠ করে নামায শেষ করবেন।

**ফিতরার বিবরণ**

ঈদুল ফিতরের দিন সূর্যোদয়ের পর প্রত্যেক সাহেবে নিসাব অর্থাৎ খরচপত্র বাদে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দামের টাকা যার আছে, তাকে ফিতরা দিতে হবে।

সংসারের অভিভাবক তার অধীনস্থ সকলের ফিতরা আদায় করবে। ঈদুল ফিতরের দিন যে শিশু জন্মগ্রহণ করে তারও ফিতরা দেওয়া ওয়াজিব।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফিতরার পরিমাণ হয় অর্ধ সা' (মতান্তরে এক সা') অর্থাৎ ৮০ তোলা ওজনের এক সের সাড়ে বার ছটাক গমের আটা বা চাল কিংবা তার মূল্য ফিতরা হিসেবে আদায় করবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ফিতরা আটা, চাল, কিশমিশ, আঙ্গুর ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য দিয়ে আদায় করা যায়। যার যেমন সামর্থ রয়েছে, তার সে রকম ফিতরা আদায় করা উচিত।

ঈদের নামাযের পূর্বেই ফিতরা হিসাব করে তা বের করে দেয়াই উত্তম।

## ঈদুল আযহার নামায

যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে ঈদুল আযহার নামায আদায় করতে হয়। ঈদুল ফিতরের নামাযের মতই ঈদুল আযহার নামায আদায় করতে হবে। ঈদুল আযহার নামাযের পর কুরবানী আদায় করতে হয়।


www.amarboi.org

**আইয়্যামে তাশরীক**

যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে 'আইয়্যামে তাশরীক' বলে। এই তিন দিন এবং দুই ঈদের দিন সর্বমোট পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম। ঈদুল আযহার দিন থেকে শুরু করে আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে নিম্নোক্ত তাকবীর পাঠ করতে হয় ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

**উচ্চারণ ঃ** আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

**অর্থ ঃ** আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান আর আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

## তারাবীহ নামায

পবিত্র রমযান মাসের প্রথম রাত্রি হতে আরম্ভ করে শাওয়ালের চাঁদ উঠা পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে এশার নামাযের পর এবং বিতেরের পূর্বে দু'রাকআত দু'রাকআত করে যে আট বা মতান্তরে বিশ রাকআত নামায পড়তে হয় একেই তারাবীহ নামায বলে। এ নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।

তারাবীহ নামায জামাআতে পড়ারই বিধান। তবে জামাআত না হলে একাকী পড়বে। মেয়েলোকেরা মসজিদে অথবা বাড়ীতে তারাবীহ পড়বে। তারাবীহ শেষ করে বিতের পড়তে হয়।

প্রতি চার রাকআতের পর নিম্নোক্ত দু'আটি তিনবার পাঠ করা যায় ঃ

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَىِّ الَّذِىْ لاَيَنَامُ وَلاَيَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

**উচ্চারণঃ** সুবাহানা যিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানা যিল ইয্যাতি ওয়াল আযামাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারূত।


www.amarboi.org

সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যিল্লাযী লা ইয়ানামু ওয়া-লা ইয়ামুতু আবাদান আবাদা। সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়ারাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।

## জানাযার নামায

প্রত্যেক মৃত মুসলমান নর-নারীর জন্য জানাযা নামায পড়েই তাকে কবরস্থ করতে হয়। এমনকি কবীরাহ গুনাহকারী (যেমন আত্মহত্যাকারী) ব্যক্তিরও নামাযে জানাযা পড়তে হবে।

জানাযার নামায পড়তে হলে প্রথমে নিয়ত করে সানা (এরপর সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি ছোট সূরা বা কিরাআত মিলিয়ে মতান্তরে এসব না পড়ে) দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দরূদ শরীফ পড়তে হবে। এরপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতে হবেঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَاوَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَه مِنَّا فَاَحْيِه عَلَى الاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الاِيْمَانِ ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ـ

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ও মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গাইবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহইহী আলাল ইসলামি ওয়ামান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফাহু আলাল ঈমান, আল্লাহুম্মা লা-তাহরিমনা আজরাহু ওয়া-লা তাফতিন্না বা'দাহু।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ, আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধ, পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাদের জীবিত রাখ তাদেরকে ইসলামের উপর রাখো এবং যাদেরকে মৃত্যু দান কর তাদরকে ঈমানের সাথে নিও। হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে এর সওয়াব হতে বঞ্চিত করবে না (অর্থাৎ এর কারণে যে মুসীবত আমরা পেয়েছি এর ফলে যে সওয়াব পাওয়া যাবে তা থেকে আমাদের মাহরূম করবে না।) তারপরে আমাদেরকে ফেতনায় ফেলবে না। উক্ত দুআ পাঠান্তে চতুর্থ তাকবীর বলে ডানে ও বামে সালাম ফিরাবে।


www.amarboi.org

লাশ যদি নাবালিগ হয়, তা হলে উক্ত দুআর পর নিম্নের দুআ পাঠ করবেঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا -

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা ফারতাঁও ওয়াজ আলহু লানা আজরাও ওয়া যুখরাঁও ওয়াজ আলহু লানা শাফিআঁও ওয়া মুশাফ্যাআ।

মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার জানাযা পড়তে হয় না কিন্তু জীবন্ত ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মারা গেলে জানাযা পড়তে হবে।

## কবর যিয়ারত

কবর দর্শন করাকে যিয়ারত বলে। কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে নিম্নের দুআ পাঠ করবে এবং কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তিদের আত্মার মুক্তির জন্য দুআ- দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে।

### কবর যিয়ারতের দুআ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ - يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمْ وَيَرْحَمُنَا وَاِيَّاكُمْ - اٰمِيْنَ -

**উচ্চারণঃ** আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরি মিনাল মুসলিমীনা ওয়াল মু'মিনীনা আনতুম লানা সালাফুঁউ ওয়া নাহনু লাকুম তাবাউ ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু বিকুম লা-হিকুনা ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়াল মুসতাখিরীনা নাসআলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুম ওয়া ইয়ারহামুনাল্লাহু ওয়া ইয়্যাকুম। আমীন।

**অর্থঃ** হে কবরে শায়িত মু'মিন মুসলমানগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বে গমন করেছ আমরাও তোমাদের অনুসরণ করছি। নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যেন তিনি আমাদের পূর্বে ও পরে প্রস্থানকারী ব্যক্তিদের এবং আমাদের ও তোমাদের উপর তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহ বর্ষিত করেন। আমীন।


www.amarboi.org

## তাহাজ্জুদ নামায

পাক কালামে মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا - (بنى اسرائيل : ٧٩)

**অর্থঃ** (হে নবী) রাতের কিছু অংশ থাকতে উঠে তুমি তাহাজ্জুদ নামায আদায় করবে, যা তোমার জন্য নফল। অসম্ভব নয় যে, এর পরিবর্তে তোমার প্রভু কিয়ামতের দিন তোমাকে 'মাকামে মাহমুদ'-এ (প্রশংসিত স্থানে) পৌছাবেন।

(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯)

সমস্ত নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত বেশি।

তাহাজ্জুদ নামাযের ওয়াক্ত দ্বি-প্রহর রাতের পর হতে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত। তা সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ। তাহাজ্জুদ নামায বার রাকআত। তবে শক্তি অনুযায়ী ৪ রাকআত পড়লেও আদায় হবে। যেহেতু হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সময় ৪ রাকআত বা ৮ রাকআত, আবার কখনও ১২ রাকআত আদায় করতেন। দু'রাকআত করে ছয় সালামে এ নামায আদায় করতে হয়। এ নামায আদায় করলে খুব বেশি সওয়াব। কিন্তু না করলেও কোন গুনাহ নেই। এ নামাযের সমস্ত কিছু অন্যান্য নামাযের মত। তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে কয়েকবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে। পরে বিতরের নামায পড়বে।

নামায শেষ করে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত যেকোন কালেমা, দুআ, দরূদ প্রভৃতি পাঠ করলে অনেক সওয়াব হয়। যারা সাংসারিক কাজ-কর্মে ব্যস্ত থেকেও তাহাজ্জুদ নামায রীতিমত আদায় করে, তারা সর্বাধিক পুণ্যবান।

## ইশরাক নামায

ইশরাক নামাযের ওয়াক্ত সূর্যোদয়ের কিছু পর হতে বেলা এক প্রহর পর্যন্ত থাকে। এই নামায দুই বা চার রাকআত পড়তে হয়। এ নামায সুন্নাতে গায়বে মুআক্কাদাহ। এ নামাযকে সালাতুয্‌যোহাও বলা হয়ে থাকে।

## আওয়াবীনের নামায

আওয়াবীনের নামাযের ওয়াক্ত মাগরিবের পর থেকে এশা নামায পর্যন্ত। কোন


www.amarboi.org

কোন বর্ণনায় এই নামাযের ওয়াক্ত চাশতের নামাযের পর থেকে বেলা মাথার উপর আসা পর্যন্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি নফল নামায। আওয়াবীনের নামায মোট ছয় রাকআত। তিন সালামে ছয় রাকআত পড়তে হয়।

## সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামায

মহান আল্লাহর হুকুমে কালের আবর্তনে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয়ে থাকে। সূর্যগ্রহণ হলে যে নামায পড়া হয়ে থাকে তাকে সলাতুল কুসূফ কলা হয়, আর চন্দ্রগ্রহণের জন্য যে নামায পড়া হয়ে থাকে তাকে সালাতুল খুসুফ বলা হয়ে থাকে। এ নামাযে একই রাকআতে দুটি রুকু দেয়ার বিধান রয়েছে। সূরা ফাতিহার পর দীর্ঘক্ষণ কিরাআত পড়ে একবার রুকু দিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়ে আবার কিরাআত শুরু করবে। এরপর অনেকক্ষণ কিরাআত পড়ার পর রুকু দিয়ে অতঃপর সিজদা দিবে। এভাবে দুই রাকআত নামায আদায় করবে। নামাযের পর বসে বসে দু'আ-দরূদ ও তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করতে থাকবে যতক্ষণ না সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ শেষ হয়। এ নামায জামাআতের সাথে অথবা একাকীও পড়া যায়। স্ত্রীলোকেরাও ঘরের মধ্যে এ নামায পড়তে পারে।

## ইস্তিস্কার নামায

অনাবৃষ্টির কারণে লোক বিপদের সম্মুখীন হলে এলাকাবাসী সমবেত হয়ে খোলা মাঠে গিয়ে বৃষ্টি কামনা করে জামাআতের সাথে দু'রাকআত নামায আদায় করবে, তা সুন্নাত। এ নামাযকে ইস্তিস্কার নামায বলা হয়।

এই নামায আদায়ের বিধান সম্পর্কে অধিকাংশ উলামার মত যে, দেশের প্রতিটি মুসলিম বালক, বৃদ্ধ, যুবক পুরুষ মাঠে সমবেত হয়ে প্রথমে তওবা-ইস্তিগফার করে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের জন্য কান্নাকাটি করবে। তারপর এ নামায আরম্ভ করবে। তা জামাআতের সাথে সশব্দে সূরা-কিরাআত দ্বারা আদায় করবে। নামায শেষে ইমাম সাহেব ঈদের খুত্‌বার মত দুটি খুত্‌বা পাঠ করবেন। এ খুত্‌বা মিম্বরের উপর নয়, লাঠিতে ভর দিয়ে ভূমিতে দাঁড়িয়ে পাঠ করবেন। অতঃপর ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে এবং মুক্তাদিরা বসে মাথা পর্যন্ত দু'হাত উত্তোলন করে আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করবে। দু'আ করার সময় দুই হাত উল্টো করে দোয়া করবে। একদিন বা দু'দিন কিংবা পরপর তিন দিন পর্যন্ত এভাবে ইস্তিস্কার নামায পড়তে হবে। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় বৃষ্টি হবে বলে বিশেষভাবে আশা রাখতে হবে। এ নামাযের জন্য বেশ কয়েকটি দু'আ রয়েছে।


www.amarboi.org

এখানে তা উল্লেখ করা হল।

প্রথম দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا ، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا ، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا ـ

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মাস্‌কিনা, আল্লাহুম্মাস্‌কিনা, আল্লাহুম্মাস্‌কিনা,

**অর্থঃ** হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে পানি পান করান। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে পানি পান করান। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে পানি পান করান।

দ্বিতীয় দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَاغَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا مَّرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ ـ

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মাস্‌কিনা গায়সান মুগিসান মারিআন মারি'য়ান নাফিয়ান গায়রা যাররিন আ'জিলান গায়রা আজিলিন।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ! আমাদের পানি পান করান, এমন পানি যা উত্তম। পানির উপকারিতাও খুব ভাল হয়। এমন পানি যা উপকারী, তা যেন ক্ষতিকারক না হয় এবং পানি যেন তাড়াতাড়ি দেয়া হয়- বিলম্বে না দেয়া হয়।

তৃতীয় দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ ـ

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মাস্‌কি ইবাদাকা ওয়া বাহাইমাকা ওয়ানশুর রাহমাতাকা ওয়া আহয়ি বালাদাকাল মাইয়েতা।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ! আপনি পানি পান করান আপনার বান্দাদের এবং জীবজন্তুদের আর আপনি আপনার রহমতকে ছড়িয়ে দিন এবং আপনার মৃত শহরকে জীবিত করুন।

চতুর্থ দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيْفًا كَسِيْفًا نَضِيْفًا ذُلُوْقًا ضَحُوْكًا


www.amarboi.org

تُمْطِرُنَا مِنْهُ رِذَاذًا قَطْقَطًا سِجْلاً يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ ـ

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা জাল্লিলনা সাবাহান কাছিফান কাসিফান নাযিফান যুলুকান যুহুকান তুমতিরুনা মিনহু রিযাযান কাতকাতান সিজলান ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম।

**অর্থঃ** হে আল্লাহ! আমাদেরকে গাঢ় মেঘমালা দিয়ে ঢেকে দিন, এমন মেঘমালা যা বৃষ্টিতে ভরপুর এবং যা বিজলী চমকায়। আমাদের উপর বৃষ্টি মুষলধারে নাযিল করুন যা বড় ফোঁটা, ছোট ফোঁটা সম্বলিত, হে সম্মানিত মহান প্রভু!

## ইস্তিখারার নামায

বিশেষ কোন কাজ করার পূর্বে মহান আল্লাহর নিকট সে ব্যাপারটি কল্যাণকর হবে কিনা এ ব্যাপারে তাঁর ইঙ্গিত বা নির্দেশনা কামনা করে যে নামায পড়া হয়ে থাকে, তাকে সালাতুল ইস্তিখারা বলা হয়। ইস্তিখারার নিয়ত করে এশার পরে শুবার আগে অযূ ইত্যাদি করে পবিতার সাথে দু'রাকআত নাযায পড়বে। নামায যে কোন সূরা দ্বারা পড়া চলবে। নামাযান্তে সূরা ফাতিহা ও কয়েকবার দরূদ শরীফ পাঠ করে মুনাজাত করবে। এ জন্য নিম্নোক্ত বিশেষ দু'আ রয়েছেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ.اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الاَمْرَ- .....- خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ - اَوْ قَالَ عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ- اَوْ قَالَ عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهِ»

**উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাখিরুকা বিইলমিকা ওয়াআসতাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল আযীম ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু ওয়া তা'লামু ওয়া-লা আ'লামু ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ুব।


www.amarboi.org

আল্লাহুম্মা ইন্‌কুন্‌তা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা (এখানে বিষয়টির নাম বলবে) খায়রুন লী ফী দীনী ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতি আমরী ফাকদিরহুলী ওয়া ইয়াসসিরহু লী সুম্মা বারিকলী ফীহি ওয়াইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শাররুন লী ফী দীনী ওয়ামাআশী ওয়া আকিবাতু আমরী ফাসরিফহু আন্নী ওয়া আসরিফনী আনহু ওয়াকদিরনী লিলখায়রি হায়সু কানা সুম্মা আরযিনী বিহি।

**অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের মাধ্যমে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরাতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি। কেননা, তুমি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি শব্দযোগে অথবা মনে মনে উল্লেখ করবে) তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহলোক ও পরলোকের জন্য কল্যাণকর হয় তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত কর এবং তাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দাও, তারপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে, এই কাজটি তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা, আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহকালের ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে তুমি তা হতে দূরে সরিয়ে রাখো এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও। অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখ।'

তারপর দুআ-দরূদ ও তওবা-ইস্তিগফার পড়ে ডান কাতে কিবলামুখী হয়ে শুয়ে যাবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে এ ব্যাপারে বিষয়টির প্রতি আগ্রহ বা অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যাবে বা স্বপ্নযোগে কোন না কোন ইঙ্গিত লাভ করবে।

### সুতরাহ

খোলা জায়গায় বা রাস্তার উপরে নামাযে দাঁড়ালে নামাযীর সম্মুখে অন্তত এক হাত উঁচু ও অংগুলি পরিমাণ মোটা একটি লাঠি গেড়ে দিবে। এ সুতরাহ একটি আড়াল বিশেষ। এটি থাকলে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে লোক চলাচলে কোন বাধা নেই। অন্যথায় নামাযীর সামনে দিয়ে লোক যাতায়াত করলে গুনাহগার হবে।

### সহু সিজদার বিবরণ

নামাযের মধ্যে ভুলবশত কোন ওয়াজিব কার্য পরিত্যাগ করলে নামাযের পূর্ণতার জন্য নামাযের শেষে দুটি অতিরিক্ত সিজদাহ করতে হয়, একে সহু সিজদা বলে। ইচ্ছাপূর্বক কোন ওয়াজিব তরক করলে তখন নামায পুনরায় পড়তে হবে।



www.amarboi.org

এখানে সহু সিজদার দুটি নিয়ম উল্লেখ করা হল ঃ (১) শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ শেষ হলে দরূদ পড়ার পূর্বে কেবল ডানদিকে সালাম ফিরিয়ে আল্লাহু আকবার বলে একে একে দুটি সিজদাহ করবে, তৎপর তাশাহহুদ, দরূদ ও দুআ মাছূরা পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। (২) শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ ও দুআয়ে মাছূরা পাঠ করে সালাম ফিরার পূর্বে দুইটি সিজদা দিবে। এরপর সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করবে।

## ইমামতি কে করবেন?

উপস্থিত মুক্তাদীদের মধ্যে যিনি বেশি বয়স্ক, শরীয়ত সম্পর্কে অবগত, কিরাআত উত্তমরূপে পাঠকারী হবেন এবং মাসআলা-মাসায়েল বেশি জানেন তিনি ইমাম হবেন।

যদি একাধিক আলিম উপস্থিত থাকেন, তবে যিনি কুরআন শরীফ অধিক শুদ্ধ করে পাঠ করেন এবং সুন্দর ইলহানে পাঠ করেন তিনিই ইমাম হবেন।

এরপর যিনি মুত্তাকী এবং পরহেযগার, এরপর উত্তম বেশভূষা ও চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি ইমাম হবেন।

পাগল, মাতাল, সুদখোর, নাবালিগ, হিজড়া ও স্ত্রীলোকের পিছনে নামায পড়া নাজায়েয।

## মহিলাদের নামায

মেয়েদের জন্য নিজের ঘরে নামায পড়াই উত্তম। এতেই তাদের জন্য অধিক সওয়াব রয়েছে এবং এটাই তাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর।

### মহিলাদের ইমামতি

মহিলা কর্তৃক পুরুষদের ইমামতি করা জায়েয নেই। তবে মহিলারা নিজেরা নিজেদের ইমামতি করতে পারবে।

নবী করীম (সা.) মহিলাদেরকে ঘরের মধ্যে নামাযের স্থান ঠিক করে নেবার নির্দেশ দিতেন এবং জামাআতে নামায পড়ার জন্য কোন মহিলাকে অন্য মহিলাদের ইমামতি করতে বলতেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) মহিলাদের নামাযে ইমামতি করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মহিলা ইমাম মহিলাদের কাতারেই দাঁড়াবেন, পুরুষদের মত সামনে বেড়ে ইমামতি করবেন না।


www.amarboi.org

## নামাযের কতিপয় জরুরী মাসআলা

১। দাঁড়ানোর স্থান ও সিজদার স্থান সমতল হওয়া চাই।

২। নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পুরাপুরি পড়বে এবং শেষে আমীন বলবে।

৩। নামাযের মধ্যে হাই উঠলে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখবে। দমন করতে না পারলে ডান হাতের পিঠ দ্বারা মুখ ঢাকবে।

৪। সিজদার সময় কপাল, নাক, দুই হাত ও হাঁটু ঠিকমত মাটিতে লাগিয়ে সিজদা করবে।

৫। কোন জীব-জন্তুর ছবি অঙ্কিত জামা-কাপড় পরে নামায পড়া যাবে না।

৬। নামাযের সময় শরীরে চাদর থাকলে চাদরের মাথা ঘুরিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে ফিরিয়ে দিতে হবে।

৭। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল প্রত্যেক নামাযেই প্রথম রাকআত এবং দ্বিতীয় রাকআতে ক্বিরাআত সমান করবে। দ্বিতীয় রাকআতে ক্বিরাআত প্রথম রাকআত অপেক্ষা দীর্ঘ করা উচিত নয়।

৮। নামাযের সময় নাক, মুখ কাপড় দ্বারা আবৃত রাখা যাবে না।

৯। অন্য সূরা জানা থাকা সত্ত্বেও ফরয নামাযে বার বার একই সূরা পাঠ করা উচিত নয়।

১০। বিনা ওজরে নাক না ঠেকিয়ে সিজদা করা মাকরূহ।

১১। লোক চলাফিরা করে এমন জায়গায় নামায পড়তে দাঁড়ান উচিত নয়।

১২। পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ ধারণ করে নামায পড়া মাকরূহ তাহরিমী।

১৩। যে ঘরে প্রাণীর ছবি আছে সেই ঘরে নামায পড়া মাকরূহ।

১৪। একাকী নামায পড়া অপেক্ষা জামাআতে নামায পড়ায় ২৭ গুণ বেশি সওয়াব হয়।


www.amarboi.org

## নামাযে পঠিতব্য কতিপয় সূরা

### সূরা ফাতিহা

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ ـ (اٰمِيْنَ).

**উচ্চারণ ঃ** আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আররাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকীম। সিরাত্বল্লাযীনা আন আমতা 'আলাইহিম। গাইরিল মাগদুবি 'আলাইহিম ওয়ালাদ্‌দাল্লীন। আমীন।

**অর্থ ঃ** জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। যিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়, বিচার দিবসের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। তাদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তুমি ক্রোধান্বিত এবং যারা পথভ্রষ্ট। হে আল্লাহ! কবুল কর।

### সূরা নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ اِلٰهِ النَّاسِ ـ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ـ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ـ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

**উচ্চারণ ঃ** কুল আ'উযু বিরাব্বিন নাসি। মালিকিন নাসি। ইলাহিন নাসি। মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস। আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন নাসি মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।


www.amarboi.org

**অর্থ ঃ** আপনি বলুন (হে মুহাম্মদ)! আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব, মানুষের অধিপতি, মানুষের ইলাহের কাছে কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে দ্রুত আত্মগোপন করে, যে মানুষের মনে কুমন্ত্রনা দেয় জিন ও মানুষ থেকে।

## সূরা ফালাক্ব

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

**উচ্চারণ ঃ** কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্বি মিন শাররি মা খালাক্বা ওয়া মিন শাররি গাসিক্বিন ইযা ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শাররিন নাফফাসাতি ফিল উক্বাদি। ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ।

**অর্থ ঃ** আপনি বলুন, আমি প্রাত:কালের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সৃষ্ট পদার্থের অপকারিতা হতে, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির অপকারিতা হতে, গিরাসমূহ ফুৎকারিণীগণের অপকার হতে এবং হিংসুকের অপকার হতে রক্ষার নিমিত্ত যখন সে হিংসা করে।

## সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

**উচ্চারণ ঃ** কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস্‌সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ূলাদ। ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

**অর্থ ঃ** আপনি বলুন (হে মুহাম্মদ)! আল্লাহ অদ্বিতীয়। তিনি অমুখাপেক্ষী। তিনি কারও জনক নন এবং তিনি কারও হতে জন্মলাভ করেননি এবং তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই।

## সূরা লাহাব

تَبَّتْ يَدَاَ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ـ مَـآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ـ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ـ وَامْرَاَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ـ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ـ


www.amarboi.org

**উচ্চারণ ঃ** তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিওঁ ওয়া তাব্বা। মাআগনা আনহু মালুহু ওয়া মা কাসাব। সাইয়াসলা নারান যাতা লাহাবিওঁ ওয়ামরাআতুহু হাম্মা লাতাল হাত্বাবি ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।

**অর্থ ঃ** আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় বিনষ্ট হোক এবং সে নিজেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক। তার উপার্জিত ধন-সম্পদ কোন কাজে আসেনি। সে সত্বরই শিখাবিশিষ্ট আগুনে তার কাষ্ঠবহনকারিণী স্ত্রীসহ দগ্ধীভূত হবে। তার (স্ত্রীর) গলদেশে খেজুরের আঁশের রজ্জু থাকবে।

## সূরা নাসর

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ـ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ـ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ـ

**উচ্চারণ ঃ** ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত্হ। ওয়া রাআইতান্নাসা ইয়াদখুলূনা ফীদীনিল্লাহি আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা।

**অর্থ ঃ** যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে ইসলাম ধর্মে দলে দলে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তুমি আপন প্রতিপালকের প্রশংসা কীর্তন করবে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রার্থনা কবুলকারী।

## সূরা কাফিরূন

قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ـ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ـ وَلَاۤ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ـ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ـ وَلَاۤ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ـ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ـ

**উচ্চারণ ঃ** কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন। লা আ'বুদু মা তা'বুদূন। ওয়ালা আনতুম 'আবিদূনা মা আ'বুদ। ওয়ালা আনা আবিদুম মা আবাদতুম। ওয়ালা আনতুন 'আবিদূনা মা আ'বুদ। লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।

**অর্থ ঃ** (হে মুহাম্মদ) আপনি বলুন, হে কাফিরগণ আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা কর। আর তোমরাও তাঁর উপাসনাকারী নও, যার উপাসনা আমি করছি এবং আমি তার উপাসক নই তোমরা যার উপাসনা করছ এবং


www.amarboi.org

তোমরা তাঁর উপাসক নও আমি যার উপাসনা করছি। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম।

**সূরা কাওসার**

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ـ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ـ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ـ

**উচ্চারণ ঃ** ইন্না আত্বাইনাকাল কাওছার। ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার । ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার।

**অর্থ ঃ** নিশ্চয়ই তোমাকে বেহেশতের কাওছার নামক প্রস্রবণ দান করেছি। অতএব, তুমি তোমার প্রভুর ইবাদত কর এবং কুরবানী কর। নিশ্চয়ই তোমার শত্রুরা নিঃসন্তান।

**সূরা মাঊন**

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ـ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ـ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ـ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ـ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ـ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ـ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ـ

**উচ্চারণ ঃ** আরাআইতাল্লাযী ইউকাযযিবু বিদ্দীন। ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদু'য়্যুল ইয়াতীম। ওয়ালা ইয়াহ্দু আলা ত্বায়ামিল মিসকীন। ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীনা ল্লাযীনা হুম 'আন সালাতিহিম সাহূন। আল্লাযীনা হুম ইউরাঊনা ওয়া ইয়ামনাঊনাল মা'ঊন।

**অর্থ ঃ** তুমি কি তাকে দেখেছো? যে ব্যক্তি শেষ দিনের পাপ-পুণ্যের সুবিচার ও প্রতিফলকে মিথ্যা বলছে? মূলত: সে ঐ ব্যক্তি যে পিতামাতাহীন বালককে প্রতারণা করছে এবং অনাথ ব্যক্তিকে খাদ্যদানে প্রবৃত্ত হয় না। আক্ষেপ, যারা আপন নামাযে অমনোযাগী যারা লোকের সামনে বাহাদুরী দেখিয়ে সৎকার্য করে থাকে এবং প্রতিবেশীদেরকে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট খাটো বস্তু দিতে নিষেধ করে থাকে।


www.amarboi.org

**সূরা কুরাইশ**

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ـ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ـ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ـ اَلَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ـ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ـ

**উচ্চারণ ঃ** লিঈলাফি কুরাইশিন, ঈলাফিহিম রিহ্‌লাতাশ শিতায়ি ওয়াস সায়ফ। ফাল ইয়াবুদু রাব্বা হাজাল বায়ত। আল্লাযি 'আতআমাহুম মিনজুয়িও ওয়া আমানাহুম মিন খাওফ।

**অর্থ ঃ** কুরাইশগণের পর্যটনের জন্য শীত ও গ্রীষ্মকালে বিদেশে যাত্রার আসক্তি প্রবল ছিল। অতএব, তারা এ গৃহের প্রতিপালকের আরাধনা করুক। যিনি তাদেরকে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অন্ন দিয়েছেন এবং তাদেরকে ভয় হতে রক্ষা করেছেন।

**সূরা ফীল**

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ـ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ـ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ـ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ـ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ـ

**উচ্চারণ ঃ** আলামতারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফীল। আলাম ইয়াজ'আল কাইদাহুম ফী তাদ্বলীলিও ওয়া আরসালা 'আলাইহিম ত্বাইরান আবাবীল। তারমীহিম বিহিজারাতিম মিন্ সিজ্জীল। ফাজাআলাহুম কাআস্‌ফিম্ মা'কূল।

**অর্থ ঃ** তুমি কি দেখনি, হস্তী বাহিনীর সাথে তোমার প্রতিপালক কিরূপ আচরণ করেছিলেন? আল্লাহ্ কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করেননি? আল্লাহ্ তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবীল পাখী প্রেরণ করেছেন। সেগুলো তাদের উপর প্রস্তরখন্ড নিক্ষেপ করেছিল। তাতে তাদেরকে তিনি ভক্ষিত তৃণ-পত্রের ন্যায় করেছিলেন।

**সূরা ক্বদর**

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ـ لَيْلَةُ


www.amarboi.org

الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ـ تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ـ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ـ

**উচ্চারণ ঃ** ইন্না আনযালনাহু ফী লাইলাতিল ক্বাদরি। ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল ক্বাদরি। লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহর। তানাযযালুল মালাইকাতু ওয়ারারূহু ফীহা বিইযনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমরিন। সালামুন হিয়া হাত্তা মাত্বলাইল ফাজরি।

**অর্থ ঃ** নিশ্চয়ই আমি এটি (কুরআন শরীফ) সম্মানিত রজনীতে নাযিল করেছি। (হে রাসূল) আপনি কি জানেন যে, সম্মানিত রাত্রি কি? সে সম্মানিত রাত্রি হাজার মাস হতেও উত্তম। উক্ত রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও জিবরাঈল স্বীয় প্রভুর আদেশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এবং সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তারা অবস্থান করতে থাকে। সে রাত্রির প্রত্যেক কার্যই শান্তিপূর্ণভাবে সমাধা হয়ে থাকে।

## নামাযের কতিপয় দুআ-দরূদ

জায়নামাযে দাঁড়িয়ে পড়ার দুআ (এটি তাকবীর তাহরীমার পরেও পড়া যায়)

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

**উচ্চারণ ঃ** ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরযা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন।

**অর্থ ঃ** আমি তাঁরই দিকে চেহারা ফিরালাম যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃজন করেছেন। আমি কখনও মুশরিকদের অন্তর্গত নই।

**তাকবীর**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

**উচ্চারণ ঃ** আল্লাহু আকবার। অর্থাৎ আল্লাহ মহান।

**সানা**

রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে দুটি সানার বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি একেক সময় একেকটি পাঠ করতেন।


www.amarboi.org

সানা (১)ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

**উচ্চারণ ঃ** সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ও বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

**অর্থ ঃ** হে আল্লাহ! তুমি পবিত্রময়, তুমি প্রশংসাময়, তোমার নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা সমুচ্চ। তুমি ভিন্ন কেউ উপাস্য নেই।

সানা (২)ঃ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ .

**উচ্চারণ ঃ** আল্লাহুম্মা বায়েদ বায়নী ওয়া বায়না খাতায়ায়া কামা বায়াদতা বায়নাল মাশরিকে ওয়াল মাগরিবে আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাতায়া কামা ইউনাক্কাস্ সাওবুল আবইয়াদু মিনাদ্দানাসি আল্লাহুম্মাগ্সিল খাতাইয়ায়া বিল মায়ি ওয়াস সাল্জি ওয়াল বারাদি।

**অর্থ ঃ** হে আল্লাহ! আমার এবং আমার পাপরাশির মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের মত ব্যবধান করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে গুনাহ হতে পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। হে প্রভু! আমার সমস্ত পাপ পানি, বরফ এবং শিলার পানি দিয়ে ধুয়ে দাও।

তারপর চুপে চুপে এভাবে তাআব্বুয পড়বে-

**তাআব্বুয**

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

**উচ্চারণ ঃ** আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।

**অর্থ ঃ** বিতাড়িত শয়তানের প্ররোচন হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।



www.amarboi.org

তাসমিয়াহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**উচ্চারণ ঃ** বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

**অর্থ ঃ** অতীব দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

জামাআতে ইমাম ও একাকী নামায পাঠকারীকে প্রত্যেক নামাযের তাহরিমা বাঁধার পরে মনে মনে সানা, তাআব্বুয ও তাসমিয়াহ পড়তে হয়। মুক্তাদীগণকে কেবলমাত্র সানা পাঠ করতে হয়, তাসমিয়াহ পাঠ করতে হয় না।

রুকূর তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ـ

**উচ্চারণ ঃ** সুবহানা রাব্বিইয়াল আযীম।

**অর্থ ঃ** আমার আল্লাহ মহান ও পবিত্র।

তাসমী'

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ـ

**উচ্চারণ ঃ** সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ।

**অর্থ ঃ** কেউ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলে তিনি তা শ্রবণ করেন।

তাহমীদ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ـ

**উচ্চারণ ঃ** রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ।

**অর্থ ঃ** হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমার জন্য।

সিজদার তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلَى ـ

**উচ্চারণ ঃ** সুবহানা রাব্বিইয়াল আ'লা।

**অর্থ ঃ** আমার আল্লাহ পবিত্র ও মহান।

দুই সিজদার মাঝে বসা অবস্থায় দুআ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ .


www.amarboi.org

**উচ্চারণ ঃ** আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া আফেনী ওয়ারযুকনী।

**অর্থ ঃ** হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে হিদায়াত দান কর, আমাকে সুস্থ ও বিপদমুক্ত রাখ এবং আমাকে রিযিক দান কর।

**আত্তাহিয়্যাতু**

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

**উচ্চারণ ঃ** আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাতু আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্‌সালিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

**অর্থ ঃ** সমুদয় মৌখিক, শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। হে নবী আপনার প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাগণের প্রতি তাঁর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্যদান করছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দান করছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর বন্দা ও প্রেরিত রাসূল।

**দ্রষ্টব্য ঃ** দুই, তিন কি চার রাকআত নামায পড়ার নিয়ত করলে প্রথম দু' রাকআত পাঠান্তে বৈঠক অবস্থায় শুধু আত্তাহিয়্যাতু পড়তে হয়।

**দুরূদ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

**উচ্চারণ ঃ** আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদি'ও ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা


www.amarboi.org

সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

**অর্থ ঃ** হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যেরূপ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত দান কর, যেরূপ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত দান করেছ। তুমিই একক সম্মানের অধিকারী।

**দ্রষ্টব্য ঃ** দুই, তিন কিংবা চার রাকআত নামায পড়ার নিয়ত করলে তা শেষ করত: বসে একই বৈঠকে উপরোক্ত আত্তাহিয়্যাতু ও দরূদ পাঠ করতে হয়।

**দুআ মাসুরা**

২টি দুয়ায়ে মাসুরা হাদীস থেকে প্রমাণিত। আমরা এখানে দুআ দুটিই উল্লেখ করলাম। যাদের পক্ষে সম্ভব ২টিই পড়বেন। না পারলে অন্তত প্রথমটি পাঠ করবেন।

**দোয়া মাসুরা (১) ঃ**

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

**উচ্চারণ ঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নি যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাঁও ওয়ালা ইয়াগ্‌ফিরুয্‌যুনুবা ইল্লা আন্‌তা ফাগফির্‌লী মাগফিরাতাম মিন ইন্‌দিকা ওয়ারহাম্‌নী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম।

**অর্থ ঃ** হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার নাফসের উপর অনেক যুলুম করেছি এবং তুমি ছাড়া কেউ পাপসমূহ ক্ষমাকারী নেই। অতএব, তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি করুণা কর। নিশ্চয় তুমিই ক্ষমাশীল করুনাময়।


www.amarboi.org

দুআ মাসুরা (২) ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاىَ وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ـ

**উচ্চারণ ঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজাল ওয়াআউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়া ফিতনাতিল মামাত। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মা'সামি ওয়াল মাগরাম।

**অর্থ ঃ** হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং দাজ্জালের ফিতনা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আরও আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার জীবনের ফিতনা ও বিপর্যয় এবং মৃত্যুর যাতনা হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত গুনাহ এবং সব রকমের দেনার (কর্জের) দায় হতে।

**দ্রষ্টব্য ঃ** যেখানে নামায দু'রাকআতের বেশি হয়, সেখানে প্রথম বৈঠকে কেবল আত্তাহিয়্যাতু পড়ে বাকী নামায সম্পন্ন করে শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দুআয়ে মাসুরা পাঠ করে প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরাবে।

**সালাম**

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

**উচ্চারণ ঃ** আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।

**অর্থ ঃ** তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক।

সালাম ফিরাবার সময় ওয়াবারাকাতুহ যোগ করে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ বলাও জায়েয।



www.amarboi.org

# যাকাত

যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে অন্যতম এক স্তম্ভ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকাত ফরয করে দিয়ে একে আরকানে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে নামাযের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের নির্দেশ রয়েছে ২৬ বার। এখানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাকাতের গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে বিশেষভাবে যাকাতের নিসাবের উপর আলোচনা করা হবে।

যাকাত (زكوة) শব্দের আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, বৃদ্ধি, পরিশুদ্ধি। কেননা, যাকাত দানে সম্পদশালীর সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং তার অন্তর কৃপণতার কলুষ হতে পরিশুদ্ধ হয়।

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় মুসলমানদের সম্পদে একটি নির্দিষ্ট অংশ (বছরের হিসাব শেষে উদ্বৃত্ত সম্পদের ২.৫ (শতকরা আড়াই ভাগ) আল্লাহর নির্ধারিত খাতে সম্পূর্ণভাবে দান করাকে যাকাত বলে। এতে ব্যক্তির নিজের কোন লাভ ও সুনাম বা প্রদর্শনেচ্ছা থাকতে পারবে না।

দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায় যাকাতের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নাযিল হয়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط وَمَاتُقَدِّمُوْا لاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ۔ (البقرة : ١١٠)

"তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো আর নিজেদের জন্য কল্যাণকর যা কিছু আগে-ভাগে পাঠাবে (করবে) তা আল্লাহর নিকট পাবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকল কাজকর্ম দেখছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ১১০)

মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেনঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا۔

"আপনি তাদের মাল হতে যাকাত আদায় করুন যা দ্বারা তাদেরকে পাক ও পবিত্র করবেন।" (সূরা তাওবা ঃ ১০৩)



www.amarboi.org

তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ـ

"এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং অধিকার আদায় কর এগুলো কর্তনের সময়ে।" (সূরা আনআম ঃ ১৪১)

হাদীস শরীফে যাকাতকে ইসলামের রুকন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

بُنِيَ الاِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ـ (بخاری)

"ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ (১) এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, (২) সালাত কায়েম করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) হজ্জ পালন করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা।" (বুখারী)

প্রাচীনকাল হতে প্রত্যেক নবীর উম্মতের উপরই যাকাত ফরয ছিল। নামায ও যাকাত হতে কাউকেই রেহাই দেয়া হয়নি। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশের নবীদের কথা আলোচনা করার পর কুরআন পাকে বলা হয়েছেঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ ج وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ـ

আমরা তাদেরকে মানুষের নেতা বানিয়েছি, তারা আমাদেরই বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করে পথ প্রদর্শন করে। আমরা ওহীর সাহায্যে তাদেরকে ভাল কাজ করার, নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার আদেশ করেছি। তারা খাঁটি ভাবে আমার ইবাদত করত, হুকুম পালন করত। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৩)

হযরত ইসমাঈল (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ـ

"তিনি তাঁর লোকদেরকে নামায এবং যাকাত আদায় করার আদেশ করতেন এবং



www.amarboi.org

আল্লাহর দরবারে তিনি ছিলেন বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন।" (সূরা মারয়াম ঃ ৫৫)

হযরত মূসা (আ.) নিজের সম্পর্কে দু'আ করেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! এই দুনিয়ায় আমাদের মংগল দাও, পরকালেও কল্যাণ দান কর।" এর উত্তরে আল্লাহ সূরা আ'রাফের ১৫৬ আয়াতে বলেছেন ঃ

قَالَ عَذَابِيْ أُصِيْبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ج وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ - (الاعراف : ١٥٦)

"কিন্তু তা কেবল সেই লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট করব যারা আমাকে ভয় করবে এবং যাকাত আদায় করবে আর যারা আমার বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৬)

হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তাআলা নামায ও যাকাতের হুকুম দিয়েছেন। সূরা মারয়ামে বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَاكُنْتُ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا - (مريم : ٣١)

"আল্লাহ আমাকে বরকতময় করেছেন যেখানেই আমি থাকি এবং যতদিন আমি জীবিত থাকব ততদিন নামায পড়া ও যাকাত আদায় করার জন্য আমাকে নির্দেশ করেছেন।" (সূরা মারয়াম ঃ ৩১)

হযরত রাসূলে করীম (সা.) উপস্থাপিত শরীঅতে এই দুইটি ফরযকে পরস্পর যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীমের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

"এই এটি সেই কিতাব, যাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি মুত্তাকীদের (আল্লাহ ভীরুদের) দুনিয়ার জীবনের সঠিক ও সোজা পথ প্রদর্শন করে। মুত্তাকী তারাই যারা অদৃশ্যকে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে খরচ করে।" (সূরা বাকারা ঃ ২-৩)

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, একজন মু'মিনকে নামায আদায়ের


www.amarboi.org

সাথে সাথে তার মালী কুরবানী পেশ করতে হবে। এর মধ্যে ফরয বা আল্লাহর নির্ধারণ করে দেয়াটাই হলো যাকাত।

## যাকাত না দেয়ার ভয়াবহ পরিণতি

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ـ (التوبة : ٣٤-٣٥)

"যারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে অথচ আল্লাহর নির্ধারিত পথে ব্যয় করে না (যাকাত দেয় না) তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন যে দিন সে সম্পদকে দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে পরে তাদের কপাল, পাঁজর এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে (আর বলা হবে) স্বাদ গ্রহণ করো দুনিয়াতে যা জমা করেছিলে।" (তাওবা ঃ ৩৪-৩৫)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদকে তার জন্য একটি ভয়ংকর বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে। যার চোখ দুটোর ওপর দুটো কালো বিন্দু থাকবে। সাপটি ঐ ব্যক্তির গলায় পেঁচিয়ে তার দু'গালে কামড়াতে কামড়াতে বলতে থাকবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধনভাণ্ডার। (বুখারী)

হযরত আবূ বকর (রা.) যখন যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তখন হযরত উমর (রা.) প্রশ্ন করেন, যারা তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাসী, নামাযও আদায় করে শুধুমাত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করাতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হবে কেন? তখন আবূ বকর (রা.) বলেন, "আল্লাহর কসম, যারা রাসূলের জীবদ্দশায় যাকাত দিতো, তারা যদি আজ ছাগলের একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।"

খলীফা আবূ বকরের দৃঢ়তা ও যুক্তির কাছে হযরত উমর হার মানেন। সাহাবায়ে


www.amarboi.org

কিরাম ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে যাকাত প্রদানে অস্বীকার- কারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।

## যাকাত ও কর-এর মধ্যে পার্থক্য

যাকাত আদায় করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠে যে, আমরা তো রাষ্ট্রীয়ভাবে 'কর' বা খাযনা দিয়ে থাকি, তাহলে যাকাত দিতে হবে কেন ? অথবা আদায়কৃত করের অংশ যাকাতের অংশ থেকে পরিশোধ হবে কিনা? ইত্যাদি। আমাদের ভালোভাবে জেনে নিতে হবে 'যাকাত' 'কর' নয়। মূলত এটি অর্থনৈতিক ইবাদাত। মর্যাদার দিক দিয়ে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং যাকাতকে যেন কখনো কর যা ট্যাক্স রূপে মনে করা না হয়, সেদিকে সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। নিম্নে যাকাত ও করের মৌলিক পার্থক্যগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

১. যাকাত শুধু মুসলমানদের ওপর ফরয ইবাদাত ও ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। তাই নিজের সঞ্চিত সম্পদের হিসাব নিজেই করবে এবং তার যথার্থ যাকাত আদায় করবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকার এর ব্যবস্থা করুক, আর নাই করুক।

করের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণা হয়ে থাকে। কর মুসলিম অমুসলিম সকল নাগরিককেই আদায় করতে হয়।

২. কর বা ট্যাক্সের টাকা দ্বারা নাগরিক হিসেবে সকলেই সুবিধে ভোগ করে। যেমন দেশ রক্ষা, রাস্তা ঘাট, সেতু নির্মাণ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যাকাত আদায়ে কোন স্বার্থ জড়িত হতে পারবে না, বরং শুধু যাকাত গ্রহীতাই এর সুবিধে ভোগ করবে।

৩. যাকাত ধার্য করা হয় মূল অস্থাবর সম্পদের উপর। এতে আয় ও মূলধনের কোন পার্থক্য করা হয় না। বরং ঘরে জমা থাকলেও যাকাত দিতে হয়। পক্ষান্তরে কর ধার্য করা হয় আয়ের উপর। আয় বৃদ্ধি হলে করও বৃদ্ধি পায়।

৪. যাকাতের মধ্যে করের সকল উত্তম গুণাবলী বিদ্যমান থাকার পরও যাকাতের হার অপরিবর্তনীয়। চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল্লাহর রাসূল (সা.) যে হার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা আজ পর্যন্ত কোন স্বেচ্ছাচারী সরকারও পরিবর্তনের সাহস করেনি। এ কারণেই সরকারকে মিতব্যয়ী হতে হয় এবং জনসাধারণ আর্থিক যুলুম হতে রক্ষা পায়। পক্ষান্তরে করের হার পরিবর্তনের ক্ষমতা সরকারের হাতে


www.amarboi.org

কুক্ষিগত। এ ক্ষমতা সরকারকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে এবং জনগণের ওপর অর্থনৈতিক অন্যায়-অত্যাচার চালাতে সহায়তা করে।

৫. উৎপাদনশীল জমির (স্থাবর সম্পত্তি) ট্যাক্স বা কর বাধ্যতামূলক, দিতেই হবে। ফসল হোক বা না-ই হোক। পক্ষান্তরে উৎপাদিত ফসলের যাকাত শুধু ফসল উৎপন্ন হলেই দিতে হবে অন্যথায় নয়।

ফসলের যাকাতকে "উশর' বলা হয়। কর জমির ওপর ধার্য হয়। পক্ষান্তরে যাকাত ফসলের ওপর ধরা হয়।

## যাকাতের নিসাব

যে সকল সম্পদের মালিক হলে কোন ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হয়, ঐ সকল সম্পদ থাকলে সে ব্যক্তিকে ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় (সাহেবে নিসাব) বা যাকাতদাতা বা যাকাতের পরিমাণ সম্পদের মালিক বলা হয়। স্থাবর সম্পত্তি, উপার্জনের হাতিয়ার, শিল্প-কারখানার যন্ত্রপাতি এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও আর্থিক ব্যয় বাদে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা সম পরিমাণ মূল্যের মাল বা নগদ টাকা হচ্ছে যাকাতের নিসাব। এ পরিমাণ সম্পদ কোন মুসলিম নর-নারীর নিকট পূর্ণ এক বছর থাকলে সে সব সম্পদে চল্লিশ ভাগের একভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই পার্সেন্ট (২.৫ %) যাকাত দেয়া ফরযে আইন। নিসাবের কম হলে এবং এক বছর পূর্ণ না হলে যাকাত ফরয হবে না।

### যার উপর যাকাত ফরয

শরীআতের অন্যান্য ফরয- যেমন সালাত, সাওম যে সকল ব্যক্তির ওপর ফরয যাকাতও সে সকল ব্যক্তির ওপর ফরয। যেমন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্ক, স্বাধীন, মুসলমান ইত্যাদি তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকের সম্পদের উপর যাকাত ফরজ হলে সেক্ষেত্রে তার অভিভাবকের উপর যাকাত আদায় করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যাকাতের ব্যাপারে সম্পদের মালিক হওয়া ও পূর্ণ এক বছর তার নিয়ন্ত্রণে থাকা অতিরিক্ত শর্ত।

### যার উপর যাকাত ফরয নয়

ক্রীতদাস, অমুসলিম, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয


www.amarboi.org

নয়। থাকার ঘর-বাড়ী, ব্যবহারিক কাপড়, ঘরের আসবাবপত্র, সওয়ারী ও প্রয়োজনীয় জন্তু-জানোয়ার, স্থাবর সম্পত্তি (যেমন জমিজমা) কারখানার যন্ত্রপাতি ও দালান-কোঠা, সেবায় নিযুক্ত দাস-দাসী, ব্যবহারের অস্ত্র-শস্ত্রের ওপর যাকাত ফরয নয়।

নিম্নলিখিত অর্থ-সম্পদের নির্ধারিত হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

(ক) স্বর্ণ, রৌপ্য ও দেশের প্রচলিত মুদ্রা বা টাকা,

(খ) ব্যবসার মাল,

(গ) গৃহপালিত পশু,

(ঘ) খনিজ সম্পদ,

(ঙ) উৎপন্ন শস্য (উশর)।

**ক. স্বর্ণ রৌপ্য ও প্রচলিত মুদ্রা**

স্বর্ণ বিশ মিছকাল আমাদের দেশের হিসাবে সাড়ে সাত তোলা এবং রূপা দু'শত দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বাহান্ন তোলা হলে যাকাতদাতা সাহেবে নিসাব হবে। উল্লিখিত সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ বা শতকরা আড়াই ভাগ (২.৫ %) যাকাত দিতে হবে। এক বৎসর পূর্ণ না হলে অথবা নিসাবের কিছু কম হলে যাকাত ফরয হবে না।

প্রচলিত মুদ্রা যেমন টাকা, পয়সা, নোট ইত্যাদি বিনিময়ের জন্যেই নির্দিষ্ট এবং সোনা রূপার পরিবর্তে এসব ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই প্রচলিত মুদ্রারও চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে যদি সোনা বা রূপার নিসাবের মূল্যের সমান হয়।

**খ. ব্যবসায়ের মাল**

ব্যবসায়ের মালের ব্যাপারেও একই রীতি প্রযোজ্য। অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ- কৃত সমুদয় মালের মূল্য যদি ৫২.৫ তোলা রূপার সমমূল্যের হয়, তাহলে চল্লিশ ভাগের একভাগ হিসাবে যাকাত দিতে হবে। আর যদি সোনা, রূপা ও মাল কোনটাই নিসাব পরিমাণ না থাকে, তখন তিনটি মিলিয়ে নিসাব ঠিক করতে হবে।


www.amarboi.org

ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার, স্টেশনারী দ্রব্য, দালান কোঠা ইত্যাদি সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে না। বাকী সকল সম্পদ ও নগদ অর্থের হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

ব্যবসায়িক লেনদেনের পাওনা টাকা অথবা যে কোন ধরনের পাওনা টাকা যদি দেনাদার আদায়ের ওয়াদা করে অথবা আদায়ের লিখিত দলিল-প্রমাণ থাকে, তবে নিসাব পরিমাণ হলে সেক্ষেত্রেও যাকাত দিতে হবে। অবশ্য ৩ প্রকারের পাওনার মধ্যে মতভেদ আছে। পাওনাতেই যাকাত আদায় করতে হবে। কোন কারখানা বা কোম্পানীতে দেয়া শেয়ারের যাকাত দিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রের কলকব্জা বা উপকরণের খরচের পরিমাণ বাদ দিয়েই হিসাব করতে হবে।

**গ. গৃহপালিত পশুর যাকাত**

গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট, গরু মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর, এর মধ্যে আমাদের দেশের পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এ চারটিই শুধু উল্লেখযোগ্য। যদিও ভিন্ন ভিন্নভাবে যাকাতের হার রয়েছে, এক্ষেত্রে শুধু উল্লিখিত ৪টি পশুর যাকাতের বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে সায়েমা বা বিচরণশীল ও একবছর স্থায়ী হওয়া শর্ত। যে সকল পশু চারণভূমিতে বিল চর) চরে বেড়ায় তাদের ঘাস কেটে খাওয়াতে হয় না, কৃষি কার্যে ব্যবহৃত হয় না। শুধু দুধ ও বাচ্চা দান করাই এদের কাজ তাদের সায়েমা বিচরণশীল বলা হয়। যে সকল পশু সায়েমা নয়, সেগুলো প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তাদের ওপর যাকাত নেই।

হাদীসে রাসূল (সা.)-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে :

"ছাগল ভেড়ায় ৪০ হতে ১২০ পর্যন্ত হলে ১ ছাগল অথবা ভেড়া যদি এর বেশি ১টিও হয়, তবে ২০০ টি পর্যন্ত ২টি ছাগল, এর বেশি হলে (১টিও) ৩০০পর্যন্ত ৩টি ছাগল, যদি এর বেশি হয়, তবে শতকরা ১টি হারে যাকাত দিতে হবে। আর যদি ৩৯টিও থাকে, তবে যাকাত নেই । প্রত্যেক ৩০টি গরুতে একটি করে এক বছরের বাচ্চা ও ৪০ টি গরুতে ১টি ২ বছরের বাচ্চা যাকাত দিতে হবে। তবে কাজের উট ও গরুতে যাকাত নেই।" (মিশকাত)


www.amarboi.org

উল্লিখিত হাদীসের আলোকে বিভিন্ন ইমামের ঐকমতোর ভিত্তিতে ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় গরু, মহিষ ও ছাগল-ভেড়ার যাকাতের হার নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

নিম্নলিখিত হারে গরু ও মহিষের যাকাত দিতে হবে-

২৯টি গরু পর্যন্ত কোন যাকাত নেই।

৩০ থেকে ৩৯টি গরুতে ১টি তবীয়া (২ বছর পুর্ণ হয়ে ৩য় বছরে পদার্পনকারী গরুর বাচ্চা)।

৪০ থেকে ৫৯টি গরুতে ১টি মুসিন্নাহ। (৩ বছর পূর্ণ হয়ে ৪র্থ বছরে পদার্পনকারী গরুর বাচ্চা)

৬০ থেকে ৬৯টি গরুতে ১টি তাবীয়া (২ বছরী) ও ১টি মুসিন্নাহ (৩ বছরী) যাকাত দিতে হবে।

এভাবে প্রতি ১০টি গরুতে তাবীয়া ও মুসিন্নাহর হিসেবে যাকাত বের করতে হবে। মহিষের যাকাতের বিধান একই।

ছাগল ৪০টি থেকে ১২০ পর্যন্ত হলে ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ১২১ হতে ২০০ পর্যন্ত হলে ২টি ছাগল। এরপর প্রতি শতে ১টি করে ছাগল দিতে হবে। ২০০টির পর একটি বেশি হলে ৩টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার একই নিয়ম।

**ঘ. খনিজ সম্পদ**

খনিজ সম্পদ সাধারণত আমাদের দেশে দুর্লভ বা দুষ্প্রাপ্য। তার পরও যে কোন সময় বা যে কোন অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে। তাই খনিজ সম্পদের ব্যাপারে ইসলামের কি নির্দেশ আমাদের তা জেনে নিতে হবে।

জমিনে গচ্ছিত গুপ্ত ধনকে (كنز) কানয বলে। আর খনিতে প্রাপ্ত সম্পদ যেমন সোনা, রূপা প্রভৃতি দ্রব্যকে (معادن) মা'আদিন বলে।

উভয় সম্পদকে এক সাথে "রেকায" বলে। এ সকল সম্পদের যাকাতকে خمس খুমুস বলে।

এ সম্পর্কে হাদীসে রাসূল (সা.)-এর বর্ণনা হলো:

তাবেয়ী হযরত রাবীআ বিন আবদুর রহমান একাধিক সাহাবী হতে বর্ণনা করেন


www.amarboi.org

যে, রাসূল (সা.) বিলাল বিন হারিছ মুজানিকে "ফুরয়ে" অঞ্চলের দিকে কাবালিয়া নামক স্থানে খনিসমূহ জায়গীর হিসাবে দান করেছিলেন। সে সকল খনির যাকাত ছাড়া (খুমুস) আজ পর্যন্ত কিছুই আদায় করা হয়নি।" (আবূ দাউদ)

ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে খনির রয়ালিটি কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায় উৎপাদনের সংগে সংগেই আদায় করা উচিত। এক বছর সমাপ্তির কোন প্রয়োজন নেই। খনিজ সম্পদের যাকাত আদায়ের ব্যাপারে সম্পদও হতে পারে অথবা সমপরিমাণের মূল্য আদায় করলেও যাকাত আদায় হবে।

এ ধরনের যাকাতই প্রথম দিকে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালকে সমৃদ্ধ করে ছিল।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেছেন, "এভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ও সীসা-দস্তা প্রভৃতি যাবতীয় খনিজ সম্পদ হতে এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) যাকাত আদায় করতে হবে।

এমনিভাবে ভূগর্ভ হতে প্রাপ্ত সম্পদ হতেও যাকাত আদায় করতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ فى الركاز خمس রেকাযে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) আদায় করতে হবে। কিতাবুল আমওয়াল-এর ৩৩৬ পৃ: ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেছেন, সমুদ্র হতে যেসব সম্পদ পাওয়া যাবে, তাতেও গনীমাতের মতই (খুমুস) রাজস্ব আদায় করতে হবে।

**ঙ. উৎপন্ন শস্য / কৃষিজাত দ্রব্যের যাকাত**

আমাদের দেশে যাকাতের প্রচলন কিছুটা আছে, কিন্তু যাকাতের উল্লেখযোগ্য খাত "উশর" তেমন চালু নেই। এটি আমাদের জন্য অতীব পরিতাপের বিষয় 'উশর'-এর ন্যায় ফরয একটা অর্থনৈতিক ইবাদাত সম্পর্কে কারো তেমন অনুভূতি নেই। আল্লাহ যদি মেহেরবানী করে আমাদের এ জাতিকে মারাত্মক অপরাধ (পাপ) হতে ক্ষমা করেন, তা না হলে আমাদের সম্মিলিতভাবে শাস্তিযোগ্য হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনও কিছু দ্বীনদার ও আলিমকে বলতে শুনা যায় যে, আমরা জমিনের খাযনা বা কর দিয়ে থাকি। অতএব 'উশর' দিতে হবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, আমরাতো আনুমানিক 'উশর' মাদ্রাসা-মক্তবে


www.amarboi.org

দিয়ে থাকি, তাতে ফরয আদায় হয়ে যাবে। অথচ যাকাত ও উশরের একই হুকুম। যে খাতে যাকাত দিতে হবে ঠিক সে খাতেই উশর দিতে হবে। এমনি ধরনের বিভিন্ন সমস্যা ও বিভ্রান্তি হতে মুসলিম উম্মাহকে বাঁচতে হলে উশরের ব্যাপারে কুরআন-হাদীস উলামায়ে কিরামের মতামত ও নির্দেশ জানতে হবে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উশরের বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করছি।

পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপার্জনের উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে খরচ করো এবং সে সম্পদের মধ্য থেকে ও যা আমি তোমাদের জন্য জমিন থেকে উৎপন্ন করেছি।" (সূরা বাকারা ঃ ২৬৭)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

"তোমরা ফসলের উৎপাদন খাও যখন তাতে ফল ধারণ করবে এবং আল্লাহর হক আদায় করো যখন শস্য কাটবে (আহরণ করবে) এবং সীমালংঘন করো না।" (সূরা আনআম ঃ ১৪১)

হাদীসে রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমেও আমরা উশর আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারি।

"আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) হযরত নবী করীম (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, যা (যে ফসল) আকাশ অথবা প্রবহমান কূপের পানি দ্বারা অথবা নালার পানি দ্বারা সিক্ত হয় (ফসল উৎপন্ন হয়) তাতে 'উশর' (এক-দশমাংশ) আর যা সেচ দ্বারা সিক্ত হয়, তাতে অর্ধ উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ)।" (বুখারী)

হযরত মাআয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে নবী করীম (সা.) যে নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন তাতে লিখিত ছিলো-

মুসলমানদের জমি হতে উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ আদায় করবে। সে ক্ষেত্রে যখন বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে স্বাভাবিক ভাবে সিক্ত হয়, কিন্তু যেসব জমিতে আলাদা ভাবে পানি দিতে হয় তাতে এক-দশমাংশের অর্ধেক (বিশভাগের এক ভাগ) আদায় করতে হবে। (ফাতহুল বুলদান-৮১ পৃ:)

উল্লিখিত কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের আলোকে উশর আদায়ের গুরুত্ব ও উশরের নিসাব আমাদের সামনে সুস্পষ্ট।


www.amarboi.org

## উশরের নিসাব

উশরের নিসাবের ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ থাকলেও ইমামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। জমিতে উৎপন্ন ফসল যা বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে উৎপন্ন হয় তার এক-দশমাংশ উশর দিতে হবে। কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলে বিশ ভাগের একভাগ উশর বা যাকাত আদায় করতে হবে। উশর ফসল দ্বারাও দেয়া যেতে পারে বা ফলের মূল্যও দেয়া যাবে।

পাঁচ ওয়াসাক বা ত্রিশ মনের কম হলে উশর ফরয হবে না।

## উশরী ও খারাজী জমি

ইসলামের দৃষ্টিতে জমি দু'প্রকার: খারাজী ও উশরী। হানাফীগণের মতে যেসব জমি খারাজী জমি বলে প্রমাণিত নয়, তার ফসলের উশর দেয়া ফরয। কোন মুসলিমের খারাজী জমি থাকলে তার খারাজ দেয়া ফরয, উশর দেয়া ফরয নয়। একই জমির উপর খারাজ ও উশর উভয় ফরয হয় না। হানাফীদের মতে যে কোন জমি দু'পন্থায় উশরী হয়। এক ঃ কোন শহর অথবা দেশের অধিবাসীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাদের জমি উশরী হয়ে যায়, যেমন মদীনা অথবা ইয়ামন অথবা গোটা আরব দেশের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে যদি মুসলিম হয়ে যায়, তাহলে তাদের সব জমি উশরী বলে পরিগণিত হবে। দুই: মুসলিমগণ কোন অমুসলিম দেশ জয় করার পর মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অধিকৃত জমি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দিলে সে জমি উশরী হয়ে যায়। যে কেনা জমি উশরী হওয়ার পর তা উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী মুসলিম বংশধরের মালিকানায় গেলে অথবা এক মুসলিম থেকে উশরী জমি খরিদ করলেও তা উশরী থাকে।

হানাফীগণের মতে যে কোন জমি চার পন্থায় খারাজী হয়। এক ঃ মুসলিমগণ কোন বিজিত রাজ্য সেখানকার জমি মুসলিমদের মধ্যে বন্টন না করে অমুসলিমের মালিকানায়ই রেখে দিলে সে জমি খারাজী হয়ে যায়। দুই ঃ কোন অমুসলিম দেশের অধিবাসীরা বিনা যুদ্ধে মুসলিমদের সাথে সন্ধি করার পর স্বেচ্ছায় যিম্মি হয়ে গেলে তাদের জমি খারাজী হয়ে যায়। কারণ, এ দু'অবস্থায়ই মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উক্ত জমির উপর খাযনা ধার্য করা হয়। এভাবে খারাজী জমি উত্তরাধিকারসূত্রে পরবর্তী অমুসলিম বংশধরের মালিকানায় গেলে


www.amarboi.org

তা খারাজীই থাকে । তিন: কোন মুসলিম কোন অমুসলিম থেকে খারাজী জমি খরিদ করে নিলে তা খারাজীই থাকে উশরী হয় না। চার : কোন অমুসলিম কোন মুসলিমের কাছ থেকে উশরী জমি খরিদ করে নিলে তা খারাজী হয়ে যায়, উশরী থাকে না।

বাংলাদেশের জমি উশরী কিনা? হানাফীদের মতে মুসলিমদের মালিকানাভুক্ত জমি মূলত উশরীই হয়। যদি খারাজী হওয়ার কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তা খারাজী হয়। কারণ মুসলিম জাতির উপর মূলত উশর ও যাকাতের হুকুমই হয়, অমুসলিমদের উপর খারাজের হুকুম হয়, শরীয়তে খারাজের হুকুম অমুসলিমদের উপর আরোপিত নয়। কারণ, তাদের উপর উশর ও যাকাতের হুকুম আরোপ করা যায় না। এজন্য মুসলিমদের জমি খারাজী হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত উশরী গণ্য করাই শরীআতের বিধান। কাজেই মুসলিমদের যে জমি সম্পর্কে এ কথা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় না যে, তা প্রথমে উশরী কি খারাজী ছিল সে জমি উশরী গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

উল্লিখিত মৌলিক নীতিসমূহের আলোকে বাংলাদেশের মুসলিমদের জমি জমা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মুসলিমগণ এ দেশকে জয় করেছিলেন এবং মুসলিম বাদশাহগণ এদেশের বহু জমি নিজেরা চাষাবাদ করেছেন। আবার মুসলিম অভিযান কালে বহু এলাকার অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে সে সব জমিকে উশরী বলে অবশ্যই গণ্য করা উচিত।

জমির সকল প্রকার নিয়ম-নীতি আলোচনা করার পর ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও উলামায়ে কিরামের মত হলো বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মুসলমানদের মালিকানায় যেসব জমি আছে তা উশরী।

**যাকাত ও উশরের পার্থক্য**

উশর জমির যাকাত বটে। কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত থেকে স্বতন্ত্র। তাই ইসলামে উশরকে যাকাত থেকে ভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত বিষয়ে উশর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছেঃ

১। উশর দেয়ার জন্য ফসলের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। জমির ফসল বাড়ীতে এনে পরিমাপ করার সংগে সংগেই সে ফসলের উশর দেয়া


www.amarboi.org

ফরয হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য সম্পদের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। এ পার্থক্যের কারণে বছরে বিভিন্ন মওসুমে যে কয়টি ফসল পাওয়া যায়, তার প্রত্যেকটির উপর ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে উশর ফরয হয়।

২। উশর ফরয হওয়ার জন্য ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। যাকাতের ব্যাপারে ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ বাকী থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হয়। কিন্তু উশর আগে দান করার পর ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

৩। উশর ফরয হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়াও শর্ত নয়। শুধু ফসলের মালিক হওয়া শর্ত। যদি কোন মুসলিম অন্য কারো জমি বর্গা অথবা ইজারা নিয়ে ফসল উৎপন্ন করে কিংবা ওয়াকফকৃত জমি চাষ করে ফসল পায়, তবে তাতে উশর ফরয হয়। কিন্তু যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত।

## যাকাত ব্যয়ের খাত

মুসলমানদের সকল সম্পদের যাকাত-গৃহপালিত পশু, সোনা, রূপা ও মুদ্রা, ব্যবসায়ের মাল, খনিজ সম্পদ ও উশর আদায় এবং তার ব্যয়ের খাত স্বয়ং আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন পাকে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ -

"যাকাতের সম্পদ শুধু মাত্র ফকীর-মিসকীনদের জন্য আর যারা যাকাত আদায়ের কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত, মুআল্লাফাতে কুলুবদের জন্য (মন আকৃষ্ট করার জন্য), ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য, ঋণগ্রস্তদের ঋণমুক্ত করার জন্য, আল্লাহর রাস্তায় ও নিঃস্ব মুসাফিরদের জন্য, এটা আল্লাহ নির্ধারিত ফরয, আল্লাহ সর্বজ্ঞ সুকৌশলী।" (সূরা তাওবা ঃ ৬০)

উল্লিখিত খাতসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

১। **ফকীর ঃ** যারা একেবারেই নিঃস্ব, সহায় সম্পদ বলতে কিছুই নেই, প্রয়োজন পূরণে এরা অন্যের নিকট হাত পাততে বাধ্য হয়।

২। **মিসকীন ঃ** এমন দরিদ্র ব্যক্তি যার সামান্য সম্পত্তি আছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। স্বাভাবিক জীবন যাপনে টানাটানি হয় ও কোন কিছু চাইতে পারে না এমন লোককে মিসকীন বা গরীব ভদ্রলোক বলা হয়। হযরত উমর


www.amarboi.org

(রা.) কর্মক্ষম অথচ বেকার লোকদেরকেও মিসকীনদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

**৩। যাকাত বিভাগের কর্মচারী ঃ** এ বিষয়টি ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাদেরকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করা হবে তাদের বেতন দেয়ার কথা বুঝানো হচ্ছে। যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের বেতন যাকাত থেকে দেয়া যাবে।

**৪। মন জয় করার কাজে ঃ** এখানে (সমস্যাযুক্ত) অমুসলিমের বুঝানো হয়েছে যাদেরকে টাকা-পয়সা দিলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

**৫। দাসমুক্তির জন্য ঃ** এ পদ্ধতি রাসূল (সা.)-এর পর থেকে আর চালু নেই। কেননা তিনি নিজেই দাস প্রথা রহিত করে গিয়েছেন। জরিমানার টাকার অভাবে যারা জেলে আটক থাকে, তাদের মুক্তির জন্যও যাকাত দেয়া যেতে পারে।

**৬। ঋণীর ঋণ পরিশোধ করতে ঃ** এমন ব্যক্তি যে ঋণী অথচ ঋণ পরিশোধ করার মতো তার কোন সামর্থ নেই। এমন ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে।

**৭। আল্লাহর পথে ঃ** এখানে কুরআনের ভাষায় "আল্লাহর পথে" (فى سبيل الله)-এর অর্থ অনেক ব্যাপক। এখানে জরুরী কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করছি যেমন-

(ক) মুসলমানদের যাবতীয় নেক কাজকে আল্লাহর পথে বলা যায়।

(খ) যে মুজাহিদ অর্থাভাবে যুদ্ধে যেতে অক্ষম তাকে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে।

(গ) যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করতে টাকার অভাব হলে সে ক্ষেত্রে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে।

(ঘ) ইসলামকে বিজয়ী করার কাজে যারা নিয়োজিত, তাদের আর্থিক দুর্বলতা দূর করার জন্য যাকাতের টাকা দেয়া যাবে।

(ঙ) ইকামাতে দ্বীনের সার্বিক কাজ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ। তাই এ কাজে ব্যয় করার জন্য যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে। সর্বোপরি মুসলমান ও ইসলামের এ চরম দুর্দিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা তথা ইকামাতে দ্বীনের কাজে নিয়োজিত ইসলামী সংগঠনে যাকাত দেয়া অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে সর্বোত্তম। যাকাতের বাধ্যবাধকতা বা ফরযিয়াত তখনি আমরা যথাযথভাবে


www.amarboi.org

পালন করতে পারবো, যখন এ দেশে ইসলামী অনুশাসন পুরোপুরি চালু হবে। তাই এ অনুশাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফী সাবীলিল্লাহ্‌র এ খাতের গুরুত্ব সর্বাধিক মনে করা উচিত।

৮। প্রবাসী মুসাফিরঃ যে ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে সম্পদশালী কিন্তু মুসাফির অবস্থায় অর্থাভাবে পড়েছে। হয়তো বা টাকা-পয়সা খোয়া গিয়ে পথচলা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে।

এ সকল খাত ও বিধান আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব, এতে কারো দ্বিমত পোষণ করা কোনক্রমেই উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত রয়েছেন এবং তিনি শুধু জ্ঞানীই নন, বরং সর্বজ্ঞ।

**যাদের যাকাত দেয়া যাবে না**

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে না-

সাহেবে নিসাব, যাকাতদাতার বাপ দাদা, মা, দাদী এবং ঊর্ধতন বংশধরকে এবং সন্তান, নাতী, নাতনী সহ অধস্তন বংশধরকে আর নিজের স্ত্রীকে (ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে স্ত্রী স্বামীকেও) যাকাত দিতে পারবে না।

মুক্তিপণ আদায়ের চুক্তিবদ্ধ নিজ ক্রীতদাসকে নিজ মালিকানাধীন দাস-দাসীকে, ধনীর দাস ধনীর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান এদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না। কুরাইশ বংশের হাশিম গোত্রের কাউকে যাকাত দেয়া যাবে না। (হযরত আলী, হযরত আব্বাস, হযরত জা'ফর ও হযরত হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব প্রমুখ সাহাবীগণের বংশধরদেরকে বনী হাশিম বলে) এ সকল বংশের দাস-দাসীগণকেও যাকাত দেয়া যাবে না।

যাকাত আদায়ের শর্ত হচ্ছে "তামলীক" অর্থাৎ যাকে যাকাত দেয়া হবে তাকে পরিপূর্ণ স্বত্ত্বাধিকার সহ দান করতে হবে। সুতরাং যাকাতের টাকা দিয়ে ভালো খাদ্য তৈরী করে বাড়ীতে ডেকে এনে গরীব-মিসকীনদেরকে খাইয়ে দিলে যাকাত আদায় হবে না। যাকাতের টাকা মাদরাসা-মক্তব, দাতব্যচিকিৎসালয়, লিল্লাহবোর্ডিং এবং ইয়াতীমখানা ইত্যাদি দান করা যাবে।


www.amarboi.org

## যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলার সরাসরি নির্দেশ রাসূল (সা.) কর্তৃক বাস্তবায়িত যাকাত আদায় পদ্ধতি ও রীতি আমাদের প্রত্যেকেরই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। রাসূল (সা.) নিজে বলেছেন, "আমাকে যাকাত আদায় করে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয় করার জন্য পাঠানো হয়েছে। অতএব, এ কথা পরিষ্কার যে, যাকাত একাকী আদায় করলে সঠিকভাবে এর হক আদায় হয় না, বরং সমষ্টিগতভাবে তা তুলে গরীব-অসহায় ও এর প্রকৃত হকদারের মাঝে বন্টন করতে হবে।

বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র না থাকার কারণে কোন ইসলামী সংস্থা বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত কোন ইসলামী সংগঠন অথবা মুসলমানদের সামষ্টিক কোন দল যাকাত অদায় করবে। উলামায়ে কিরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণও এই পদ্ধতি সমর্থন করেছেন। যাকাত হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণমূলক খাত। যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকলে সমাজে ধনী-গরীবের মধ্যে ব্যবধান কমে আসবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীযের সময়ে যাকাত ব্যবস্থার সুফলে যাকাত গ্রহণ করারর মত লোক খুজে যাওয়া যায়নি। যাকাত গ্রহণ করার মত অসহায়-গরীব ছিল না।

মূলতঃ নামাযের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের ব্যাপারেও ইসলাম সমান গুরুত্ব দিয়েছে। তাই যাকাত আদায়ের গুরুত্ব, নিসাব এবং আদায় করার পদ্ধতি প্রতিটি মুসলমানের গভীরভাবে হৃদয়াঙ্গম করা জরুরী।

**সমাপ্ত**


www.amarboi.org

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা